NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নিবেদিতা হলেন আধ্যাত্মিক হিন্দু দর্শন এবং বেদান্তের লোকমাতা

মেন্ডিসের রেকর্ড করা সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের ওপর লঙ্কান ঝড় ৮

কলকাতা ১১ অক্টোবর ২০২৩ ২২ আশ্বিন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.10.2023, Vol.17, Issue No. 122, 8 Pages, Price 3.00

ইজরায়েলে উদ্ধার ১,৫০০ হামাস যোদ্ধার দেহ

ওরা শুরু করেছে, শেষ করবো আমরা: হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

জেরুসালেম, ১০ অক্টোবর: ইজরায়েলি ভূখণ্ডে প্রায় ১,৫০০ হামাস যোদ্ধার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তবে, এর আগে প্যালেস্তাইনী কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষে যতজন হামাস যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছিল, সেই সংখ্যাকে এই পরিসংখ্যানে ধরা হয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। ইজরায়েলি বাহিনী আরও জানিয়েছে, গাজা ভূখণ্ড সংলগ্ন দক্ষিণ ইজরায়েলে ফের ইজরায়েলি নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে। সীমান্তের উপরও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে ইজরায়েল। সেনার আরও দাবি, সোমবার রাত থেকে কোনও হামাস যোদ্ধা ইজরায়েলে প্রবেশ করেনি। তবে, কোথাও কোথাও অনুপ্রবেশ ঘটে থাকতে পারে। সেই বিষয়ে নিশ্চিত নয় ইজরায়েলি বাহিনী।

এদিকে, এই আবহে প্যালেস্তাইনের হয়ে অস্ত্র ধরা হামাস বাহিনীকে হুঁশিয়ারি দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মঙ্গলবার নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ওরা (হামাস) শুরু করেছে (যুদ্ধ), শেষ করব আমরা।'

মঙ্গলবার হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ মাত্র ৪ দিনে পড়ল। ইতিমধ্যেই দুই পক্ষ মিলিয়ে অন্তত ১,৬০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইজরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, তাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ৯০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার, দক্ষিণ ইজরায়েলের বেইয়েরির এক ছোট্ট জনপদ হামাসদের হাত থেকে মুক্ত করার পর, ওই জনপদ থেকে প্রায় ১০০টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে ৭০৪ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। তবে, এর মধ্যে কয়েকশো হামাস যোদ্ধা রয়েছে। দুই পক্ষেই আহতের সংখ্যা এতই বেশি যে, হিসেব রাখা যাচ্ছে না বললেই চলে। এদিকে, অন্তত ১৫০ সামরিক-অসামরিক ইজরায়েলি নাগরিককে গাজা ভূখণ্ডে আটকে রাখার অভিযোগ রয়েছে হামাসের বিরুদ্ধে।

হামাসকে এর মূল্য চোকাতে হবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের উপর হামলা চালানোর ফল টের পাবে হামাস। ওরা বিরাট ভুল করল। মূল্য দিতে হবে।' হামাসের হামলার মোকাবিলা করতে দেশের সেনাবাহিনীকে ছাড় দিয়েছে ইজরায়েল সরকার। তার পর থেকেই গাজায় নির্বিচারে বোমা ফেলছে ইজরায়েলের যুদ্ধবিমানগুলি। হামাসকে আইএস বলে দাবি করেছেন নেতানিয়াহু। সোমবার তিনি বলেছেন, 'এই যুদ্ধ পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্রকে বদলে দেবে। হামাস কী আমরা জানি। এখন বিশ্ব দেখছে। হামাস হল আইএস।'

নেতানিয়াহুর ফোন মোদিকে, পাশে থাকার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: গাজা ভূখণ্ডে যুদ্ধের আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মোদি মঙ্গলবার এ কথা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে, 'ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।' সেই সঙ্গে মোদি লিখেছেন, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ দিয়েছি। জানিয়েছি, এই কঠিন সময়ে ভারতবাসী দৃঢ়ভাবে ইজরায়েলের পাশে রয়েছে। ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমস্ত ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করছে।' প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ইজরায়েল সফরের সময় থেকেই মোদির সঙ্গে নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকাশ্যে মোদিকে 'দোস্ত' বলেও সম্বোধন করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন 'বিপ্লবী নেতা'ও! ২০১৮-য় নেতানিয়াহুর ভারত সফরের সময় যৌথ বিবৃতিতে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের' অঙ্গীকার করেছিল নয়াদিল্লি এবং তেল আভিভ।

শনিবার হামাসের রকেট হামলার পরেই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নয়াদিল্লির দীর্ঘ দিনের কূটনৈতিক ভারসাম্যের নীতি থেকে সরে এসে প্রকাশ্যে ইজরায়েলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার পরে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থান নিয়ে। তাঁর 'বন্ধু' হিসাবে পরিচিত ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজা ভূখণ্ডে সর্বাত্মক সেনা অভিযান ঘোষণা করে প্যালেস্তিনীয়দের ওই এলাকা ছাড়ার হুমকি দেওয়ার পরে মোদি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'ইজরায়েলের উপর জঙ্গি আক্রমণ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আমি বিস্মিত। নিরীহ যাঁদের প্রাণ গিয়েছে, তাঁদের পরিবারের জন্য আমাদের প্রার্থনা রইল। এই কঠিন সময়ে আমরা ইজরায়েলের পাশে রয়েছি।'

দেবীপক্ষের সূচনায় বন্দিদশা কাটতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেন ও দুবাই সফর সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরে ফিরেছিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। পরের দিন এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর পায়ের চিকিৎসা হয়। সে দিনই তিনি কালীঘাটের বাড়ির বাইরে শেষ বার পা রেখেছিলেন। অসুস্থতার কারণে তার পর থেকেই গৃহবন্দি মুখ্যমন্ত্রী। সব ঠিক থাকলে ২০ দিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারেন ১৪ অক্টোবর, মহালয়ার দিন। যে দিন পিতৃপক্ষের অবসান। দেবীপক্ষের সূচনা। মহালয়ায় তৃণমূলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে নজরুল মঞ্চে। সেই সংখ্যা উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দলের দৈনিক মুখপত্রে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে, তাতে দুপুর আড়াইটের সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, উদ্বোধনের জন্য মমতা সময় দিয়েছেন ওই দিন বেলা ৩টেয়। এখন প্রশ্ন, সেই উদ্বোধন মমতা কোথা থেকে করবেন? কারণ, ১২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বাড়িতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে মমতা মহালয়ার দিনই ঘরবন্দি দশা কাটিয়ে বাইরে বেরোতে চান। নজরুল মঞ্চে পৌঁছে মুখপত্রের মলাট খুলে তাঁর শারদ কর্মসূচি শুরু করবেন তিনি।

বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন রাহুল

জয়পুর, ১০ অক্টোবর: বয়স হয়েছে ৫৩। কেন বিয়ে করেননি? সে কথা নিজেই জানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। রাজস্থানের জয়পুরের একটি কলেজে ছাত্রীদের প্রশ্নের জবাবে উত্তরটা দেন রাহুল। তিনি জানান, নিজের কাজ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে এতটাই 'জড়িয়ে রয়েছেন' যে, এখনও তিনি অবিবাহিত। জয়পুরের মহারানি কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে রাহুলের কথোপকথনের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে তাঁর সমাজমাধ্যমে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছেন রাহুলকে।

কেন্দ্রের সঙ্গে কথা রাজ্যপালের, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তাঁর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। সেই অভিযোগ তিনি কেন্দ্রের গোচরে এনেছেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে সে কথা জানিয়েছেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের সেই চিঠি প্রাপ্তির পর মঙ্গলবার এক্স -হ্যান্ডলে বোসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি লিখেছেন, 'বাংলার মানুষের কল্যাণের বিষয়টি দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।'

সোমবার রাজভবনের বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তার পরেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন বোস। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। ১২টা নাগাদ রুদ্ধদ্বার বৈঠক সেরে বেরিয়ে আসেন। সেখানে কী কথা হয়েছে, তা যদিও জানাননি বোস। এর পরেই মঙ্গলবার এক্সে অভিষেক লেখেন, 'বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলার মানুষের কল্যাণের বিষয়টি দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য। ১০০ দিনের কাজে (এমজিএনআরইজিএ) পশ্চিমবঙ্গের ২১ লক্ষ মানুষ যে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্যও তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অভিযোগ জানিয়ে দিল্লিতে গত ২ এবং ৩ অক্টোবর দু'দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। গত ৩ অক্টোবর কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে যান অভিষেকরা। সঙ্গে ছিলেন বঞ্চিত পরিবারের প্রতিনিধিরাও। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে দেখা না-করেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান জ্যোতি। তার পরে পুলিশ কৃষি ভবন থেকে অভিষেকদের আটক করে তুলে নিয়ে যায়। এর পরেই অভিষেক রাজভবন চলো কর্মসূচির ডাক দেন।

কিন্তু নির্ধারিত দিনে রাজ্যপাল ছিলেন না রাজভবনে। এর পর রাজভবনের উত্তর গেটে ধর্নায় বসেন অভিষেক। পাঁচ দিন পর, সোমবার অভিষেকদের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। আশ্বাস দেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অভিযোগ কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরবেন। বৈঠকের পরেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন রাজ্যপাল।

রাজ্যপালের আশ্বাস পেয়ে এবং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে ধর্না তুলে নেন অভিষেক। যদিও শর্ত দেন। জানান, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ না-করলে ফের পথে নামবে তৃণমূল। তবে এ বার মমতার নেতৃত্বে। এর পরেই রাজ্যপাল বিষয়টি কেন্দ্রের গোচরে আনার কথা চিঠি দিয়ে জানান অভিষেককে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেন। এর পরেই এক্স হ্যান্ডেলে কৃতজ্ঞতা জানান অভিষেক।

অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: সাহিত্যিক অরুন্ধতী রায় ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দিলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। ২০১০ সালে তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে এই মামলা চালানোর অনুমতি দিলেন তিনি। ওই বছরই দিল্লিতে এক জনসভায় উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। ২০১০ সালে বুকার পুরস্কারবিজয়ী সাহিত্যিক অরুন্ধতী ও সাক্সেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন সুশীল পণ্ডিত ও 'রুটস ইন কাশ্মীর' নামের এক কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংগঠন।

ফের দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গুর বলি যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ডেঙ্গু প্রাণ কাড়ল আরও একজনের। ডেঙ্গুর এবারেও শিকারের তালিকায় দক্ষিণ দমদম পুরসভার বাসিন্দা। নাম সিদ্ধার্থ বালা। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ইটালগাছা এলাকার বাসিন্দা। বছর ২৫-এর সিদ্ধার্থ সোমবার জ্বর নিয়ে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হন বলেই সিদ্ধার্থর পরিবার সূত্রে খবর। এর দিন কয়েক আগে থেকেই জ্বরে ভুগছিলেন। এরপর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি করা হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৬টা নাগাদ হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর উল্লেখই করা হয়েছে হাসপাতালের তরফ থেকে। এদিকে ডেঙ্গু মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের তরফে কোনও পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি। তবে বেসরকারি হিসেব বলছে, ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে।

এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বয়ং ফিরহাদ হাকিম ১২৮টি পুরসভার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। যাবতীয় নির্দেশিকার কাজ কতটা এগোল তা নিয়ে বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ফের সব দপ্তর ও জেলা কর্তাদের সঙ্গে তার পর্যালোচনাও করবেন। নবান্ন ও স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, পুজো তো বটেই পরের কয়েক মাসে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কমাতে আরও একগুচ্ছ গাইডলাইন প্রকাশ করতে পারে রাজ্য প্রশাসন। বস্তুত, প্রশাসন চাইছে বছরভর মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে অভিযান। তবে পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, একশ্রেণির কর্মীর গা ছাড়া মনোভাবেই এই মশকবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে বলে ধারনা পুরদপ্তরের আধিকারিকদের।

১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রের হলফনামা তলব কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে জোড়া জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।রাজ্যের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টের উপর কী পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র তা জানাতে হবে এই হলফনামায়। একইসঙ্গে নির্দেশ, আগামী সোমবারের মধ্যেই হলফনামা জমা দিতে হবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে।

প্রসঙ্গত, বছর কেটে গেলেও মেলেনি ১০০ দিনের কাজের টাকা। একদিকে যখন এই ইস্যুকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের শাসক দলকে। এবার এই ইস্যুতেই হলফনামা চাইল হাইকোর্ট। কারণ, ১০০ দিনের কাজের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে দ্বিতীয় অ্যাকশন রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি কেন্দ্র।

এক বছর পেরিয়ে গেলেও কেন কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হল না, তা নিয়ে কেন্দ্রকে হলফনামা দিতে বলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা কেন টাকা পেলেন না তা নিয়েও। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠেছে, যাঁরা বৈধভাবে কাজ করেছেন, তাঁরা কেন টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন?

মঙ্গলবারের শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদালতে জানান, 'এই ঘটনায় রাজ্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় না। এটি একটি জনস্বার্থ মামলা। আমরা চাই রাজ্যের আসল উপভোক্তারা যেন প্রকল্পের সুবিধা পান।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'রাজ্য যে কখনও ভুল করে না, এটা বলব না, কিছু ভুল হতে পারে। অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রেই তা হয়।'

এরপরই এই ইস্যুতে বক্তব্য জানাতে সময় চায় কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোককুমার চক্রবর্তী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই প্রকল্পে ৪৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া সত্ত্বেও কোনও অডিট রিপোর্ট দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে সোমবারই১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে ভুয়ো জবকার্ডের অভিযোগ উঠে আসে শুনানিতে। সে ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, কারা আসল এবং কারা নকল, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

জমা পড়ল অভিষেকের নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের নির্দেশের পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে নথি এবং তথ্য জমা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে রাত ১২টার আগেই সে সব জমা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

মঙ্গলবারই কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, অভিষেক যদি আদালতের নির্দেশ না মানেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে ইডি। নিয়োগ মামলায় অভিষেকের কাছে ইডি যে নথি চেয়েছিল, সেই সব নথি মঙ্গলবার, ১০ অক্টোবর জমা দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অভিষেকের তরফ থেকে কোনও নথি জমা পড়ে না ইডির দপ্তরে। এর পরেই হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের নির্দেশ না মানলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারবে ইডি।'

অমর্ত্যের প্রয়াণের গুজবে বিরক্ত কন্যা নন্দনা

জানালেন বাবা সুস্থ আছেন

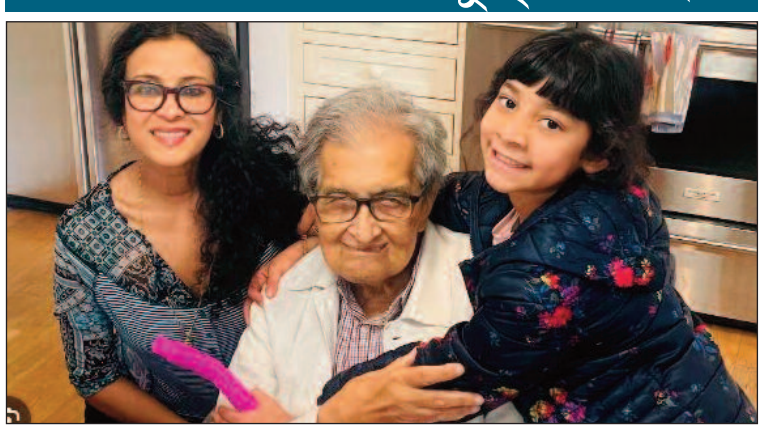

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। এদিন সন্ধ্যায় এমনই গুজব ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সুস্থ রয়েছেন। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই জানান, অমর্ত্যের কন্যা নন্দনা সেন। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার রাত পর্যন্ত বাবার সঙ্গেই কাটিয়েছেন তিনি। নন্দনা বলেন, 'আমি অনুরোধ করছি, এ সব গুজব ছড়ানো বন্ধ রাখুন। বাবা ভাল আছেন। সুস্থ আছেন। আমি কাল (সোমবার) রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলাম।'

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধ্যার আগে আচমকাই ছড়িয়ে পড়ে, অমর্ত্য প্রয়াত। সেই খবরের সূত্র ছিল সদ্য অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী ক্লডিয়া গোল্ডিন। তাঁর এক্স হ্যান্ডল থেকে বলা হয়, 'মর্মান্তিক খবর! আমার প্রিয়তম অধ্যাপক অমর্ত্য সেন কয়েক মিনিট আগে প্রয়াত হয়েছেন। ভাষা নেই!'

প্রসঙ্গত, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিষয়ে এই গুজব ছড়ানোর পর এক্স হ্যান্ডেলে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বরা পোস্ট করতে শুরু করেছিলেন। এই বছর অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী ক্লডিয়া গোল্ডিনও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনিও এক্স হ্যান্ডেলে জানান, অমর্ত্য সেনের বিষয়ে ওই খবরটি পুরোপুরি ভুল। বিদেশি এক সাংবাদিকের থেকে ওই ভুল তথ্য ছড়িয়েছিল বলেও এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেছেন ক্লডিয়া গোল্ডিন।

এই প্রকাশ্য বিবৃতিটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নন্দনা সঙ্গে সঙ্গেই জানান, অমর্ত্য ভাল রয়েছেন। তিনি বস্টনে রয়েছেন। নন্দনা রয়েছেন নিউ ইয়র্কে। নন্দনা বলেন, 'এই গুজব ছড়ানো বন্ধ হোক। গত সপ্তাহটা আমরা বাবার সঙ্গেই ছিলাম। তাঁর সঙ্গেই কাটিয়েছি। তিনি একেবারেই সুস্থ আছেন। প্রাণশক্তিতে ভরপুর রয়েছেন। নিজের নতুন বই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।'

অমর্ত্যের প্রতীচী ট্রাস্টের তরফেও জানানো হয়, তিনি সুস্থ রয়েছেন। তার পরেই প্রশ্ন ওঠে, কেন হঠাৎ অমর্ত্যকে নিয়ে এই পোস্ট করলেন সদ্য নোবেলজয়ী ক্লডিয়া? তাঁর প্রথম পোস্টের ৪৫ মিনিট পর ফের দ্বিতীয় একটি পোস্ট করা হয় ওই এক্স হ্যান্ডলে। সেখানে লেখা হয়, 'এই অ্যাকাউন্টটি ভুয়ো। ইতালিয়ান সাংবাদিক টোমাসো ডেবেনেডেট্টি এই অ্যাকাউন্টটি তৈরি করেছেন।' যদিও তত ক্ষণে ক্লডিয়ার পোস্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অমর্ত্যের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে শুরু করে। বেশ কয়েকটি ইংরেজি (দেশি এবং বিদেশি) এবং বাংলা সংবাদমাধ্যমে খবরটি তুলে দেওয়া হয়। এক্স হ্যান্ডলে 'অমর্ত্যের মৃত্যুতে' শোক প্রকাশ করে ফেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

অমর্ত্যের পরিবারের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'সমাজমাধ্যমে উটকো এবং অপরিচিত একটি হ্যান্ডলে লেখা কথার উপর ভিত্তি করে সংবাদমাধ্যমগুলি কী ভাবে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করতে পারল?'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি উজ্জ্বলা ঘোষ, আমার পাশপোর্ট-এ ভুলবশতঃ উজ্জ্বলা রানী ঘোষ লেখা আছে, গত ০৭/১০/২০২৩ তারিখ ফাস্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট -এর নিকট এফিডেভিট (No. 15606) বলে উজ্জ্বলা ঘোষ ও উজ্জ্বলা রানী ঘোষ একই মহিলা হিসাবে পরিচিত হইলাম।

E-Tender

E - tenders are invited by the Prodhan, Hogalbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Rajapur, Nadia. **NIT NO. 04/15th CFC (TIED)/2023-24, 05/15th CFC (UN-TIED)/2023-24.** Last date of submission **16.10.2023 up to 6.55 pm.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Hogalbaria Gram Panchayat.

নাম-পদবী

আমি পাপিয়া রায়, স্বামী- তাপস রায়, রাঙামাটি, পোঃ- বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। গত ইং- ২৫/০৮/২০২৩ তাং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস), পশ্চিম মেদিনীপুর এর নিকট ১২৯৬৫ নং এ্যাফিডেভিট মূলে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার নাবালক পুত্র সুদীপ্ত রায় এর বিভিন্ন নথিতে তাহার নাম “Sudipta Ray’ ও Sudipto Ray” রহিয়াছে। যাহা একই বালকের নাম হইতেছে।

ভুল সংশোধন

১০/০৮/২৩ তারিখে একদিন পেপারে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে ভুল বসত দাগ নং এল.আর ২৪২৪ লেখা ছিল সঠিক দাগ নং এল.আর. ৭৪২৪ হবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ বুধবার ১১ই অক্টোবর । ২৩ শে আশ্বিন। প্রতিপদ যুক্ত দ্বাদশী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ বুধবার। শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্দ্ধোধন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ। নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন । শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধ বার। সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ । বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বুধবার। মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি ,উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে ।

মকর রাশি : বুধ বার আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে ,অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধি র সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন, শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, SHARMISTHA SARKAR W/O Anirban Mandal resident of 4no. Pannajhil, P.O.- Noapara, P.S. Barasat, Dist- North 24 Pgs, Kolkata-700125, hereby declare that "SHARMISTHA SARKAR" and "SHARMISTHA SARKAR MANDAL" are same and one identical person through an affidavit before the 1st class judicial Magistrate, 2nd court, Barasat, North 24 Pgs on 07.10.2023.

নাম পদবী

গত 27/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15066 নং এফিডেভিট বলে Ashim Majumder S/o. Netai Majumder ও Ashim Majumdar S/o. N. Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 06/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15561 নং এফিডেভিট বলে Uday Pal S/o. Kartick Chandra Pal ও Uday Paul S/o. K. C. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 09/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15714 নং এফিডেভিট বলে আমি Abhijit Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ranajit Lal Saha ও R. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 33 নং এফিডেভিট বলে Bimal Dey S/o. Netai Dey ও Bimal De S/o. N. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 29/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 117 নং এফিডেভিট বলে Shukla Mridha W/o. Anupam Mridha, Shukla Bagchi W/o. Anupam Mridha ও Shukla Bagchi (Mridha) W/o. Anupam Mridha D/o. Late Krishnapada Bagchi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 04/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5479 নং এফিডেভিট বলে Tapan Mallick ও Tapan Kr. Mallick S/o. Bijoy Krishna Mallick সাং রামনাথপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 04/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5478 নং এফিডেভিট বলে Lakshmi Mallick ও Lakshi Mallik W/o. Tapan Mallick সাং রামনাথপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 22/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 761 নং এফিডেভিট বলে আমি Prosun Goswami ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prabhat Kumar Goswami, Prabhat Goswami ও P. Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 03/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 709 নং এফিডেভিট বলে Sukhendu Kumar De S/o. Benoy Bhusan De ও Sukhendu De S/o. Lt. B. B. de সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13082 নং এফিডেভিট বলে আমি Madhusudan Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subhash Chandra Biswas ও S. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. 25/CFC TIED 2023-24 & 26/CFC UNTIED 2023-24**, Last date of submission 30.10.2023 up to 10a.m. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রতিমা ব্যানার্জ্জী (স্বামী সুনীল কুমার ব্যানার্জ্জী) তাঁহার মূল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলটি যাহা শ্রীরামপুর/ সিঙ্গুর এ. ডি. এস. আর অফিস হইতে ৫২৫১/১৯৮৮ নম্বর দলিলমূলে রেজিষ্ট্রীকৃত, তাহা হারাইয়া যাওয়ায় আমার মক্কেল উত্তরপাড়া থানায় জেনারেল ডাইরি করিয়াছেন, যাহার নম্বর জি.ডি.ই ৬১৯, তাং- ১০/০৮/২০২৩ হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে জানাইবেন।

ঠিকানা- ২৬, মাখলা মালির বাগান, পোষ্ট-মাখলা, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৪৫।

ইতি
Soumitra Pan
এ্যাডভোকেট,
শ্রীরামপুর কোর্ট
তাং- ০৩/০৯/২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী জেলা জজ আদালত
মিস কেস নং- ১১১/২০২২
শ্রী পার্থ সারথী মুখার্জ্জী দীং
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীশ্রী রামচন্দ্র জিউ ও শ্রীশ্রী সীতারাম দেবদেবীগণের পূজা, নিত্য পূজা, বাৎসরিক পূজা ও বিশেষ পূজা উদ্দেশ্যে সেবায়েত গনের পক্ষে শ্রী পার্থ সারথী মুখার্জ্জী, পিতা- ঁশশাংক শেখর মুখার্জ্জী, সাকিম- ২২, মিয়ারবেড়, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১ -এর অধিবাসী ও অন্যান্যগণ হুগলী জেলা আদালতের নিকট ইন্ডিয়ান ট্রাষ্ট এ্যাক্ট-এর ৩৪ ও ৩৬ ধারা মোতাবেক নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও যদি কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আইনানুগ পদক্ষেপ লইবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে তাহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবে এবং মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

১। জেলা ও সাবরেজিষ্ট্রী- হুগলী, মৌজা ও থানা- চুঁচুড়া, জে.এল.নং -২০, খতিয়ান নং-২৩৫৯, দাগ নং- ৫১৩৩, ০.০৬৩ ডেসিমেল মধ্যে ০.০৩৩ ডেসিমেল বাস্তু সম্পত্তি বর্ত্তমান হোল্ডিং নং-৪০/৩৬, মহল্লা -মাধবিতলা, ওয়ার্ড নং-২৪, হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভা।

২। ঐ জেলা, ঐ মৌজা, ঐ থানার অধিন ঐ খতিয়ান ঐ দাগের ০.০৬৩ ডেসিমেল মধ্যে ০.০৩০ ডেসিমেল বাস্তু সম্পত্তি বর্ত্তমান হোল্ডিং নং- ৪১/৩৭, মহল্লা- মাধবীতলা, ওয়ার্ড নং-২৪, হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভা

৩। ঐ জেলা ঐ মৌজা ও থানার অন্তর্গত ০.০৮২ ডেসিমেল বাস্তু সম্পত্তি খতিয়ান নং- ২৩৬০, ২৩৬১ দাগ নং- ৬৩৯০, হোল্ডিং নং- ১৩৬৫, মহল্লা মাধবীতলা, ওয়ার্ড নং-২৪, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে-
নম্রতা দাস
উকিল বাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী জজ বাহাদুর আদালত
হুগলী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে কর্মশালার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরিকল্পিত ভাবে দ্রুত নগরায়নের ফলে আধা শহর বা পেরি আরবান এলাকা গুলিতে ডেঙ্গু - ম্যালেরিয়ার মত মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। চলতি মরশুমেও শহরের থেকে এই সব আধা শহরে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়ছে। এমত অবস্থায় এই সব জায়গাগুলিতে দ্রুত মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের পরিকাঠামো নির্মাণের ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জঞ্জাল অপসারণ, নিকাশি- সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের পরিকাঠামো তৈরি এবং মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ওই কর্মশালায় শহরঘেঁষা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, এবং পুর দপ্তরের পতঙ্গবিদেরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই কর্মশালা প্রসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জঞ্জাল অপসারণের জন্য অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই প্রকল্প যাতে ওই সব এলাকায় দ্রুত রূপায়ণ করা হয় এদিন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত বড় বাড়ি বা আবাসন তৈরি হচ্ছে সেখানে যেন উন্নতমানের নিকাশি ব্যবস্থা করা হয় পঞ্চায়েতকর্তাদের সে বিষয়ের উপর নজরদারি করতে বলা হয়েছে।

পাশাপাশি মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সচেতনতা। এজন্য প্রশাসনকে বছরভর নিবিড় প্রচার অভিযান চালাতে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। অনুষ্ঠানে রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী, শিউলি সাহা গ্রামোন্নয়ন সচিব পি উলগানাথন, নগরোন্নয়ন সচিব খলিল আহমেদ, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কোভিডের পর বেড়েছে মানসিক অবসাদ, সমাধান দিলেন চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও পারিবারিক অবহেলার কারণে প্রতিবছর বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তাই মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১০ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। কলকাতার যোধপুর পার্কের মিরাকেল ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটিতে পালিত হল ‘কলকাতা মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস সিম্পোজিয়াম।’ এ বছর মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের মূল বিষয় হল ‘মানসিক স্বাস্থ্য হল সর্বজনীন মানবিক অধিকার।’ সারা বিশ্বের মতো এ রাজ্যও দিনটি পালিত হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ের উপদেষ্টা ও এস এস কে এম হাসপাতালের ইন্সটিটিউট অফ সাইকিয়াট্রির প্রাক্তন অধিকর্তা ডাক্তার প্রদীপকুমার সাহা বলেন, ‘করোনা পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্ব জুড়ে মানসিক অবসাদে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। আগে যেখানে ৪০ সেকেন্ডে একজন করে আত্মহত্যা করতেন, কোভিড পরবর্তী সময়ে ৩৪ সেকেন্ডে একজন করে মানুষ আত্মহত্যা করছেন মানসিক অবসাদে। কোভিড অতিমারির পর এখন শুরু হয়েছে অবসাদের অতিমারি।’ তাঁর পরামর্শ, মানসিক অবসাদ কাটাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি যদি দেখা যায় কেউ স্বাভাবিক আচরণ করছেন না, খিদে বা ঘুম কমে গিয়েছে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন । মুম্বাইয়ের বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নীলেশ সাহা বলেন, ‘সময় যত যাচ্ছে বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের মধ্যেও নানা চিন্তা সংক্রান্ত রোগ বা এংজাইটি ডিসওর্ডার বা উদ্বেগজনিত অবসাদ বাড়ছে। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিয়মিত ওষুধ সেবন, কাউন্সেলিং ও যোগার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব।’ অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অশোক নাথ বসু,প্রাক্তন ডিন দীপঙ্কর ঘোষ। স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী দাস ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ, বর্তমানে কতটা সুস্থ আছেন সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

সরকারি স্কুলের ওপর ভরসা রাখার আর্জি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ‘সরকারি স্কুলের ওপর ভরসা রাখুন। সরকারি স্কুলের পঠন-পাঠনের গুনগত মান ভালোই।’ মঙ্গলবার ইছাপুর নর্থ ল্যান্ড হাই স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, ‘সরকারি স্কুলের বদলে অভিভাবকরা বাচ্চাদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করছেন। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন মনে হচ্ছে সরকারি স্কুলে লেখাপড়া হয় না।’ নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের নর্থ ল্যান্ডের স্কুলের প্রশংসা করে সাংসদ অর্জুন সিং জানান, তিনি গর্বিত যে, এই স্কুলে ৮০০-এর বেশি পড়ুয়া আছে। স্কুলের প্রয়োজনে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ, গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস-সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রসঙ্গত, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘বিরোধীরা বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করেন। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। বিরোধীদের কোনও পরামর্শ থাকলে, সেই পরামর্শ সরকারকে দেওয়া উচিত।’

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল সার্কেল) অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটি হাওড়া, রিজিওন্যাল কমিটি, রিজিওন ২-র উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণসভা।

টোটোচালকদের মিছিল, স্তব্ধ হাওড়া ব্রিজ থেকে কলকাতার একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের ব্যস্ত সময়ে মিছিলের জেরে নাভিশ্বাস উঠল আমজনতার। মঙ্গলবার সকাল ১১টার কিছু পর থেকে হাওড়া ব্রিজ স্তব্ধ হয়ে যায়। একইভাবে হাজার হাজার টোটোচালকের দীর্ঘ মিছিলে ব্রাবোর্ন রোড বন্ধ হয়ে যায়।

হাওড়া থেকে কলকাতার ঢোকার মূল প্রবেশপথ হাওড়া ব্রিজ সহ বড়বাজার এবং ব্রাবোর্ন রোড এলাকায় যান চলাচল ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে । কলকাতা পার্শ্ববর্তী জেলার টোটোচালকদের এই মিছিল হাওড়া ব্রিজ হয়েই ব্রাবোর্ন রোড ফ্লাই ওভার ধরে এগোলে হাওড়ায় আসার গাড়ি আটকে যায় ব্রাবোর্ন রোডে। হাওড়া ব্রিজেও সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বাস, ট্যাক্সি, অন্যান্য গাড়ি। আর এই মিছিলের জন্য হওয়া তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পুলিশ সূত্রে খবর এদিনের টোটোচালকদের মিছিলে কমপক্ষে ১৫-১৬ হাজার মানুষ অংশ নেয়। এই মিছিলে টোটো চালক থেকে শুরু করে মোটর ভ্যান চালক সকলেই অংশ নেয়। সরকারি লাইসেন্স জারি করা ও জাতীয় সড়কে তাদের গাড়ি চালানোর অনুমতি সহ অন্যান্য দাবি নিয়েই মঙ্গলবার তারা ‘পরিবহণ ভবন চলো’ অভিযান করে।

রেলমন্ত্রীর অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টার্ন রেলওয়ের সিনিয়র স্পোর্টস অফিসার দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী মো. ক্রীড়া আধিকারিক, (পূর্ব উপকূল রেলওয়ে) তথা স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় পুরুষ হকি দলের সদস্য অমিত রোহিদাস রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করলেন। চিনের হাংঝোতে অনুষ্ঠিত ১৯তম এশিয়ান গেমস এ ভারতীয় দলের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত রোহিত দাসকে অভিনন্দন জানান।

নোয়াপাড়ায় ধৃত কুখ্যাত অপরাধী রাজেন-সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোহালক্কর চুরি করে পালানোর সময় পুলিশের জালে শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিল লাইনের বাসিন্দা কুখ্যাত অপরাধী রাজেন তেওয়ারি-সহ পাঁচ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরের দিকে একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান শ্যামনগর মাদার ডেয়ারি মোড় থেকে অগ রোড ধরে পিনকল মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের গাড়ি দেখে পিকআপ ভ্যানটি পালানোর চেষ্টা করে। যদিও পুলিশ তাড়া করে লোহালক্কর বোঝাই গাড়িটিকে আটকায়। সেইসঙ্গে শ্যামননগর ওয়েভারলি জুটমিল। এলাকার কুখ্যাত অপরাধী রাজেন তেওয়ারি-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজেন ছাড়া বাকিরা সাদ্দাম হোসেন, ইউসুফ খান, সোহম সাউ, পাপ্পু সাউ।

মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের সম্মান জানাল চারণ ফাউন্ডেশন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ অক্টোবর ২২ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার

গোপনীয়তার অধিকার খর্ব! রক্ষাকবচের আর্জি রুজিরার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খর্ব হচ্ছে গোপনীয়তার অধিকার। সেই কারণে সংবিধান মেনে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক, এমনই আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা। আর্টিকল ২১-এর উল্লেখ করেই রক্ষাকবচের দাবি জানান অভিষেক-পত্নী। এই প্রসঙ্গে তাঁরদাবি, অর্ধ সত্য খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তার জেরে মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে তাঁর ও তাঁর পরিবারের। আর সেই কারণেই এই রক্ষাকবচের আর্জি রুজিরার। উল্টোদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআইয়ের যুক্তি, রুজিরা নিজেকে থাইল্যান্ডের নাগরিক বলে পরিচয়

দিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধান মেনে তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভব নয়। রক্ষাকবচের বিরোধিতা করে সিবিআই।

সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্লদল ভট্টাচার্য এদিন প্রশ্ন তোলেন, সংবিধানের মৌলিক অধিকারের আইনের ভিত্তিতে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ একজন বিদেশিকে সত্যিই এই অধিকার দেয় কি না তা নিয়ে। তিনি উল্লেখ করেন, অভিষেকের স্ত্রী বিদেশি, থাইল্যান্ডের বাসিন্দা। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে রুজিরার আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, ১৪ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বলা নেই।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রুজিরাকেও নোটিস দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এরপরই রুজিরার অভিযোগ, একশ্রেণির সংবাদমাধ্যম তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে অতি সক্রিয় হয়ে প্রচার করছে। তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে জড়িয়ে মিথ্যে কথা ও অর্ধ সত্য প্রচার করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। এরই প্রেক্ষিতে রুজিরার আইনজীবী এদিন সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'অভিযুক্তদেরও কিছু অধিকার থাকে। এ ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার নষ্ট হচ্ছে। পরিবারের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে।'

এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বক্তব্য, অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনও নির্দেশ দেওয়া যায় না। কাল কী হবে সেটা আজ থেকে অনুমান করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একইসঙ্গে বিচারপতি উল্লেখ করেন, এগুলো রাজনৈতিক অপপ্রচার হতে পারে, আদালত এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। 'মানহানির মামলা করতে পারতেন' বলেও এদিন মন্তব্য করেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার ফের এই মামলার শুনানি।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা কর্মবিরতিতে অংশ নিল না রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর মুখে ফের ডিএ আন্দোলনে আরও জোর দিচ্ছেন সরকারি কর্মীরা। মঙ্গল ও বুধবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয় রাজ্যজুড়ে। অর্থাৎ সরকারি কর্মীরা অফিসে উপস্থিত হয়ে সই করলেও কোনও কাজ করবেন না। এদিকে ডিএ আন্দোলন বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ফলে কর্মবিরতিতে অংশ নেয়নি রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদ। আন্দোলনকারীদের নৈতিক সমর্থন দিলেও সই করে কাজ না করা সার্ভিস রুলের পরিপন্থী বলেই জানানো হয় রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের তরফ থেকে। তবে পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, ডিএ-এর দাবিতে আইনি লড়াই আরও জোরাল হবে। আগামী ৩ নভেম্বর এই মামলাটি উঠতে পারে সুপ্রিম কোর্টে। যদিও এই তারিখ এখনও চূড়ান্ত নয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর এপ্রিল মাসে কলকাতা হাইকোর্ট ডিএ মামলার প্রেক্ষিতে রায় দিয়েছিল সরকারি কর্মীদের পক্ষেই। তিন মাসের মধ্যে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে ফেলার নির্দেশও দেওয়া হয়। এরপর রাজ্যের তরফে ফের এই রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চের। কিন্তু, সেই আবেদনও খারিজ হয়ে যায়। এরপর মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। গত বছর ২৮ নভেম্বর প্রথম মামলাটি তারিখ পায় সুপ্রিম কোর্টে। এরপর মোট আটটি তারিখ পেয়েছে মামলাটি। সুপ্রিম কোর্টে শেষ শুনানির তারিখ ছিল ১৪ জুলাই। যদিও এই দিনও সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হয়নি। সেক্ষেত্রে কবে ফের মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে উঠতে চলেছে, সেই দিকে তাকিয়ে সরকারি কর্মীরা। এদিকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কর্মবিরতির সমালোচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। কর্মবিরতিতে অংশ নিলে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা এখনও রাজ্যের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়নি।

কামদুনি মামলায় মুক্তি ৪ জনের কলকাতার বুকে প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে কামদুনি মামলার রায় ঘোষণার পর থেকেই তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। আদালতের রায়ে হতাশ কামদুনির প্রতিবাদীরা। তাঁরা এখন সুপ্রিম কোর্টে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এদিকে সোমবার রাতেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে কামদুনির চার জন। আর এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার কলকাতার রাজপথে কামদুনির প্রতিবাদীরা। সেখানে সামিল হন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচিও। বলেন, 'সকলকে পথে নামতে হচ্ছে। সরকার যেভাবে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে, তাতে কেউ ভরসা পাচ্ছে না।' মঙ্গলবার কলকাতার রাজপথে আলাদাভাবে এই মিছিলের আয়োজন করেন টুম্পা-মৌসুমীরা। সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়েই এমনটাই জানিয়েছিলেন তাঁরা। বলেছিলেন, তাঁরা চান না তাঁদের সঙ্গে কোনও রাজনীতির রং লাগুক।

এদিকে এর পাশাপাশি কামদুনিতেও পথে নামে বিজেপির

মহিলা মোর্চা। রাজারহাট থেকে কামদুনি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করছে বিজেপির মহিলা মোর্চা। কামদুনিতে বিজেপি মহিলা মোর্চার মিছিলে সামিল হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্ব বিজেপির বেশ কয়েকজন বিধায়কও। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের লড়াইয়ে আইনি সাহায্য পাওয়ার আশায় গত সন্ধেয় শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কামদুনির প্রতিবাদী মুখ টুম্পা কয়াল, মৌসুমী কয়ালরাও। তবে মঙ্গলবারেরবিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিলে তাঁরা ছিলেন না।

এদিকে আজ রাজারহাট থেকে কামদুনির উদ্দেশে মিছিল শুরুর সময় শুভেন্দু অধিকারীও একহাত নিতে দেখা যায় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে। বলেন, 'যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, যাঁরা সাক্ষী, তাঁরা নিরাপত্তা পাননি। তাঁদের কলকাতায় গিয়ে মিছিলে হাঁটতে হচ্ছে। সোমবার তাঁরা দেখা করেছেন। তাঁদের আইনজীবীও ছিলেন। আমরা উদ্যোক্তা নই, তবে তাঁরা আইনি লড়াইয়ে গেলে, আমরা সাহায্য করব। তাঁরা দু'জন আইনজীবীর কথা বলছেন, যাঁদের ফি অনেকটা বেশি। আমরা বলেছি, ওনারা চাইলে আমরা সাহায্য করব।'

মুচিপাড়ায় উদ্ধার বৃদ্ধার পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুচিপাড়া এলাকায় ঘর থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধার পচাগলা দেহ। বছর সত্তরের এই বৃদ্ধার নাম শিখা মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে রহস্য। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, ঘটনার নেপথ্যে হাত রয়েছে ছেলেরই। বৃদ্ধার ছেলে অভিষেক মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই বৃদ্ধাকে দেখা যাচ্ছিল না। এমনিতেও ওই পরিবারের সদস্যরা এলাকায় খুব বেশি মিশতেন না কারও সঙ্গেই। তবে ছেলে অভিষেককে রাস্তাঘাটে বেরোতে দেখা যেত। গত তিন চার দিন ধরে তাঁকেও রাস্তায় দেখতে পাননি কেউ-ই। এরপর রবিবার থেকে এলাকায় পচা গন্ধ বের হতে থাকে। মঙ্গলবার সকালে সেই গন্ধ প্রকট হওয়ায় থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ওই গন্ধের উৎস সন্ধান বের করতে গিয়ে ওই বাড়ি থেকে বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। মনে করা হচ্ছে, তিন চার দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধার।

এই প্রসঙ্গে এলাকার এক বাসিন্দা জানান, 'আমাদের এখানে মেট্রোর কাজ চলছে। ওখানে এক সিকিউরিটিকে ডেকে ক'দিন আগে ওঁর ছেলে বলেছিল, আমার মা মারা গিয়েছেন। যাও পুলিশ ডাকো। কিন্তু ওর মানসিক সমস্যা রয়েছে, সেজন্য ওই কর্মীও বিশেষ পাত্তা দেননি।'

অভিষেকের যে মানসিক সমস্যা রয়েছে তার ওপর সিলমোহর দিয়েছে আরও এক প্রতিবেশী। তিনি এও জানান, 'মা ছেলে কখনই কারোর সঙ্গে মেশেননি। ওই বাড়ির ভিতর কী ঘটত, তা বাইরের কেউ এমনিতেও জানতে পারত না। ছেলের মাথার সমস্যা রয়েছে বলেই জানতাম।' আপাতত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলার শারদোৎসবের প্রস্তুতি

১. সল্টলেকের বিসি ব্লকে সেজে উঠছে থিমের মণ্ডপ।

২. ঝকঝকে রোদ উঠতেই জোর কদমে মণ্ডপ সজ্জার কাজ চলছে সল্টলেকের এইচবি ব্লকে। ছবি: অদিতি সাহা

নব্য-পুরাতনের সহাবস্থানে হাতিবাগান সর্বজনীনের সম্প্রীতির বার্তা 'দোসর'

শুভাশিস বিশ্বাস

'দোসর' শধের অর্থ সহযোগী বা সহায়। আবার 'দ্বিতীয়' হিসেবেও কখনও ব্যবহৃত হয় এই শধটি। এছাড়াও ব্যবহার হয় 'ভাগীদার' অর্থেও। এই 'দোসর' শধের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দু'টি জিনিস বা ব্যক্তির পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ এক সহাবস্থানও। আমরা যদি একটু খতিয়ে দেখি ঠিক এমনই এক সহাবস্থান আমরা দেখতে পাবো পুরনো কলকাতার অলিতে-গলিতে। কথাটা শুনে একটু অবাক হলেন না! অবাক হওয়ার মতো সত্যি কিছু নেই। কথাটা যে বাস্তবিকই সত্য তা খুব সহজে বুঝতে পারবেন ২০২৩-এর হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজোয় গেলেই। আর তা বুঝতে হলে সমগ্র ঘটনাটি দেখতে হবে শিল্পী তাপস দত্তর চোখ দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিই, হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো হয় একটা গলির মধ্যে। এই গলির দু'পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু বাড়ি। যার মধ্যে বহু পুরনো বাড়ি যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনই এরই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সদ্য তৈরি হওয়া বেশ কিছু বহুতলও। এককথায়, নব্য-পুরাতনের এক অদ্ভুত মিশেল। এখানে যদি হাতিবাগানের এই গলিকে মাতৃ জঠর বা আধারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে পুরাতন এবং নব্যের এই দুই ভিন্ন মেরুর সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান নজরে আসবে বহু পুরাতন হাতিবাগানের এই গলিতে। আর গলিতে এই দুই ধরনের আবাসন কিছুটা হলেও নির্দেশ করে বঙ্গ

সমাজের দুই ভিন্ন মেরুর সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকেও। তবে এদের মধ্যে নেই কোনও ধরনের সংঘাত। সংঘাতের বাতাবরণ হয়তো নেই ঠিকই তবে কোথাও যেন খামতি রয়েছে কলকাতার সেই পুরনো বঙ্গ সংস্কৃতির। যে সংস্কৃতিতে বিরাজ করতো প্রতিটি পরিবারের মধ্যে এক সৌহার্দ্যের বাতাবরণ। কারণ, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক 'আমিত্ব', শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে বাঁচার এক প্রচেষ্টা। এর জেরে হয়তো মনের টান একটু হলেও কমেছে একে অপরের মাঝে।

তবে শিল্পী তাপস দত্ত এই বাড়িগুলোকে জড়বস্তু হিসেবে দেখতে নারাজ। তাঁর কল্পনায় এদেরও প্রাণ রয়েছে, ফিসফাস কথা চলে নিজেদের মাঝেও। আর সেখানেই এই দুই প্রজন্মের নির্মাণের মধ্যে নেই কোনও দ্বন্দ্ব। পুরনো বাড়িকে ধূলিস্যাৎ করে নতুন আবাসন মাথা তুলে দাঁড়ালেও নব্য-পুরাতনের এই নির্মাণের মাঝে রয়েছে এক সৌহার্দ্যের ছোঁয়া। শান্তি সম্প্রীতির আবহেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এঁরা।

এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই ২০২৩-এ হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজোর থিম 'দোসর'। সমগ্র ভাবনাটিকে বাস্তবে রূপদান করছেন শিল্পী তাপস দত্ত। যেখানে দুই প্রজন্মের এই নির্মাণের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসার এক রূপকথার গল্প শোনাবে হাতিবাগান সর্বজনীনের ৮৯ তম বর্ষের এই থিম।

২০২৩-এর এই 'দোসর' থিমের আদলেই তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে বাঁশের কাঠামোর ওপর মরচে পড়া লোহার শিট দিয়ে। এখানে মরচে ধরা লোহা দিয়ে তৈরি এই প্যান্ডেলের কাঠামো কোথাও একটা উস্কে দেবে পুরনো কলকাতার স্মৃতিকেও।শুধু তাই নয়, এই মণ্ডপ কোথায় একটা ইঙ্গিত দেয় সাবেকিয়ানারও। এখানেও এক বার্তা দিচ্ছেন শিল্পী। কারণ, সাবেকি এবং থিমের দুর্গাপুজোকে ঘিরে এক বিতর্ক চলে প্রতিনিয়তই। এই প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য, মা দুর্গা শাশ্বত। তাঁকে আবাহন করা হয় সেই একই মন্ত্রে যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। শুধুমাত্র তিনি বিভিন্ন শিল্পীর চিন্তনে নানা রূপ পান মাত্র। ফলে সাবেকি পুজোর সঙ্গে থিমের পুজোর এই বিতর্ক অর্থহীন।

এদিকে মূল মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই মণ্ডপ গাত্রে তুলে ধরা হয়েছে মাতৃ জঠরকে। যেখান থেকে বেরিয়েছে অ্যাম্বিলাইকাল কর্ড। এই কর্ডের মাধ্যমেই শিশু মাতৃ জঠরে থাকাকালীন মায়ের দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঠিক তেমনই হাতিবাগানের এই গলিকে এই মাতৃ জঠর হিসেবে তুলনা করা হলে তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হাতিবাগানের গলির এই বাড়িগুলোও। এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেকেই। শুধু তাই নয়, একটি বাড়ির সঙ্গে অপর একটি বাড়ির বা পরিবারের সম্প্রীতির যোগসূত্র বোঝাতে ব্রিজের মতো নির্মাণ করা হয়েছে দু'টি বাড়ির মাঝেও। থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি মাতৃ প্রতিমা নির্মাণ করছেন কৃশানু পাল। এই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে থাকছে আলোকসজ্জাও। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন দীপঙ্কর দে। আবহে রয়েছেন আশু চক্রবর্তী। আলোকসজ্জা এবং আবহ নিঃসন্দেহে এই থিমের একটা বড় অংশ। যা দর্শনার্থীদের মনকে ছুঁয়ে যাবে চোখের পলকে। আর এই আবহে ধরা পড়বে পুরনো এবং নতুন বাদ্যযন্ত্রের এক অদ্ভুত ফিউশন।অর্থাৎ, সব মিলিয়ে এই থিমের মূল বার্তা নব্য এবং পুরাতনে হয় না সংঘাত। বরং দুইয়ের সহাবস্থানে জন্ম নেয় নতুন এক সম্ভাবনার।

নতুন পুজোর অনুমতিতে না রাজ্যের, পুলিশ, পুরসভার রিপোর্ট তলব কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একটি পুজোর অনুমতি চেয়ে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে। সেই মামলা এবার গেল ডিভিশন বেঞ্চে। দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও পুজো করার অনুমতি দিতে নারাজ রাজ্য। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মঙ্গলবার চলে এই মামলার শুনানি।

আদালত সূত্রে খবর, এমনই এক অভিযোগ আদালতে জানানো হয়েছে হিন্দু সেবা দল নামে এক সংগঠনের তরফ থেকে। কলকাতার সিআইটি রোডে রামলীলা ময়দানে প্রথমবার পুজো করার আর্জি জানায় তারা। এদিকে, এই প্রসঙ্গে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন করে কোনও পুজোরই অনুমতি দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার এই নিয়ে সওয়াল-জবাবে হিন্দু সেবা দল-এর এই পুজোর আবেদন খতিয়ে দেখে, বিবেচনা করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দেয় আদালত।

পুলিশ পুজোর অনুমতি না দেওয়ায় আগেই হাইকোর্টে মামলা করেছিল ওই সংগঠন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে চলে সেই মামলা। সেখানে রাজ্য জানিয়েছিল, ২০০৪ সালে হাইকোর্ট যে গাইডলাইন দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী কোনও নতুন পুজোর অনুমতি দেওয়া যাবে না। এরপর সিঙ্গল বেঞ্চ মামলাকারীর আবেদন খারিজ করে দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ওই সংগঠন।

রাজ্য যখন তথ্য দেখিয়ে দাবি করছে যে নতুন করে কোনও পুজোয় অনুমতি দেওয়া হয়নি, তখন মামলাকারীরা আদালতে তথ্য দিতে দেখিয়েছে যে একাধিক নতুন পুজো শুরু হয়েছে। সেই সব পুজো কেন পুলিশ বন্ধ করছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় হিন্দু সেবা দলের তরফ থেকে। এই তথ্য সামনে আসার পর রাজ্য জানায়, নতুন পুজোর আয়োজন হলেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এই উত্তর শুনে বিরক্ত হন বিচারপতি। এরই রেশ টেনে ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, বেআইনিভাবে পুজো চলছে জেনেও কেন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে।

আদালতের নির্দেশ, আবেদনকারীদের বিষয়টি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিবেচনা করতে হবে পুলিশ ও পুরসভাকে। এ বছর যদি একটিও নতুন পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এদেরও অনুমতি দিতে হবে বলে নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

রাস্তা আটকে চাঁদা তুললে কড়া পদক্ষেপ করবে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর জন্য বাড়ি-বাড়ি গিয়ে চাঁদার নামে জুলুমবাজি হয়তো কমেছে শহরে কিন্তু রাস্তা আটকে সেই চাঁদা নেওয়ার রেওয়াজ এখনও বন্ধ হয়নি। আর তা মাথায় রেখেই এ বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে লালবাজারের তরফ থেকে। পুলিশ সূত্রে খবর, জোর করে কারও থেকে চাঁদা নেওয়ার ঘটনায় বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে সব ট্র্যাফিক গার্ডেই। রাস্তা আটকে গাড়ি থেকে চাঁদা তোলার জন্য যানজট যেন কোনওভাবেই না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এরই পাশাপাশি লালবাজারের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, গত কয়েকবছরে শহরের বাসিন্দাদের থেকে চাঁদার নামে জুলুমবাজির অভিযোগ সেভাবে আসেনি। তবে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে ঝামেলার ঘটনা ২০২২-এও ঘটেছে বেশ কয়েকটি জায়গায়। সেকারণেই শহরের সব ডেপুটি কমিশনারদের তাঁদের আওতাধীন এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে নজর রাখতে বলা হয়েছে, যে সব রাস্তা দিয়ে মালবাহী গাড়ি চলে এবং যে সব রাস্তা তুলনামূলকভাবে ফাঁকা থাকে সেই সব জায়গায়। প্রয়োজনে সেখানে বাড়তি ফোর্স মোতায়েন রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক প্রতিশোধে যে গরীবের কষ্ট বাড়ছে

গত বিধানসভা নির্বাচনে মোদি-শাহের স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছিলেন বাংলার মানুষ। মনরেগার টাকা আটকে দেওয়ার ঘটনায় এটাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মোদি সরকার তারই 'প্রতিশোধ' নেওয়া শুরু করেছে। তবু বাংলার সরকারের তরফে দিল্লির কাছে নিয়মমাফিকই দাবি পেশ করা হয়েছিল। সোশ্যাল অডিটসহ যাবতীয় কেন্দ্রীয় নজরদারি প্রক্রিয়াতেও নবান্ন বারবার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের স্বীকৃতিস্বরূপ অতীতে একাধিকবার পুরস্কৃতও হয়েছে রাজ্য সরকার। তবু টাকা ছাড়েনি দিল্লি। ওইসঙ্গে বরং যুক্ত করা হয় গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষকে পাকাবাড়ি তৈরি করে দেওয়ার আবাস যোজনাকেও। টাকা রুখে দেওয়া হয়েছে সেখানেও। রাজনৈতিক মহলের অনুমান ছিল, পঞ্চায়েত ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে গাড্ডায় ফেলতেই এই নষ্টামি। গ্রামোন্নয়নের কাজে মমতাকে 'ব্যর্থ' প্রমাণ করেই গ্রামবাংলার মানুষের মন বিষিয়ে দেবে এবং ভোটবাক্সে তার সরাসরি ফায়দা নেবে বিজেপি। কিন্তু গেরুয়া স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছে এবারও। তবু গোঁ ছাড়েনি কেন্দ্র। আমরা দেখেছি, কেন্দ্রই বাংলার গরিব শ্রমিকদের বাধ্য করছে কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে। এমন কিছু শ্রমিক ইতিমধ্যে দুর্ঘটনায় মারাও পড়েছেন। ঘর তৈরি না-হওয়ায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক শিশুর। এই কেন্দ্রীয় সরকার যে-নিয়মের দোহাই দিয়ে বাংলাকে বঞ্চিত করে চলেছে, সেই নিয়মের গোরোয় সবার আগে যোগীরাজ্যের পড়ার কথা। উত্তরপ্রদেশের 'অপরাধ' এই প্রশ্নে তিনগুণ! তবু বারাণসীর এমপি সে-রাজ্যের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেননি। মোদি সরকারের হাবভাব দেখে এটাই মনে হয় যে, আসন্ন লোকসভার ভোটের দিকে তাকিয়েই নষ্ট রাজনীতিটিকে প্রলম্বিত করতে চাইছে তারা; যদি সেই ভোটেও মমতার 'ব্যর্থতাকে' হাতিয়ার করা যায়। কিন্তু বিজেপির জন্য আরও একটি 'থাপ্পড়' যে বাংলার মানুষ গুছিয়ে রাখছেন না, তার গ্যারান্টি কোথায়? মোদির স্বপ্নের বিজয়রথের চাকা সারা দেশেই যখন খুলে পড়ে যাব যাব করছে, তখন এই চপেটাঘাত সইবার ক্ষমতা তাদের থাকবে তো? মোদি সরকারের সংবিৎ এখনও না-ফিরলে বুঝতে হবে তারা পাগলেরও অধম!

শাশ্বত কথা

সত্যকথা

সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। 'সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান', সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না। কায়মনোবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়। যারা বিষয় কর্ম করে, অফিসের কাজ কি ব্যবসা--তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই--পাছে সত্যের আঁট যায়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়প্রকাশ নারায়ণ

১৯০২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ 'ভারতরত্ন' জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হার্দিক পান্ডিয়ার জন্মদিন।*

নিবেদিতা হলেন আধ্যাত্মিক হিন্দু দর্শন এবং বেদান্তের লোকমাতা

প্রদীপ মারিক

ভারত জননী সর্বজয়ী মাতৃ মূর্তির স্নেহময়ী রূপ। দেবী এখানে সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরিহিতা গৈরিক বসনা। দেবীর ওপরে বাম হাতে পুঁথি বা বই, নীচের বাম হাতে একটি ধানের ছড়া, ওপরের ডান হাতে একটি বস্ত্রখণ্ড, নীচের ডান হাত রুদ্রাক্ষের জপমালা। এক কথায় ভারতমাতা ভারতবাসীর শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র এবং দীক্ষার প্রতিমূর্তি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে এই ছবিটি আঁকেন তখন তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গ মাতা'। পরে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে তিনি এর নাম রেখেছিলেন 'ভারতমাতা'। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। তার বই 'মাতৃরূপা কালী' পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতমাতা' ছবিটি আঁকেন। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ২৮ অক্টোবর, ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন উত্তর আয়ারল্যান্ডে। তিনি একজন অ্যাংলো-আইরিশ বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। তিনি তার পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেলের নিকট এই শিক্ষা পান যে, মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। পিতার কথা তার পরবর্তী জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি সঙ্গীত ও শিল্পকলার বোদ্ধা ছিলেন। পড়াশোনা শেষ করে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। শিক্ষিকা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষকতা করতে করতেই তিনি বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সময়ই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লন্ডনে এক পারিবারিক আসরে মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা শোনেন। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে তিনি মুগ্ধ এবং অভিভূত হন। তার প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে উপস্থিত থাকেন। তারপর বিবেকানন্দকেই নিজের গুরু

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে শুরু করেন নিবেদিতা। এই সময় অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এসবের পাশাপাশি নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ, দ্য স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, ডন, প্রবুদ্ধ ভারত, বালভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন।

বলে বরণ করে নেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে শুরু করেন নিবেদিতা। এই সময় অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এসবের পাশাপাশি নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ, দ্য স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, ডন, প্রবুদ্ধ ভারত, বালভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল 'কালী দ্য মাদার', 'ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ', 'ক্রেডল টেলস অফ হিন্দুইজম', 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই শ হিম' ইত্যাদি। বিবেকানন্দের বাণী তার জীবনে এতটাই গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি ভারতকে তার কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য নারী যিনি ভারতীয় সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা মানবকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও তার স্ত্রী অবলা বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওকাকুরা কাকুজো প্রমুখ তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন নিবেদিতার মানব কল্যাণ কাজের গুণমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাকে 'লোকমাতা' আখ্যা দেন। ভারতীয় শিল্পকলার সমঝদার নিবেদিতা ভারতের আধুনিক চিত্রকলা সৃষ্টিতেও অন্যতম অনুপ্রেরণার কাজ করেন। তিনি বিট্রিশ সরকারের ভারতীয়দের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, দুঃশাসনের কারণে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়মানুসারে ধর্ম ও রাজনীতির সংস্রব ঠেকাতে সংঘের কেউ রাজনীতিতে জড়াতে পারত না। তাই মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয় নিবেদিতাকে। যদিও মা সারদা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার আমৃত্যু সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি ভারতবর্ষে কলেরা মহামারী দমনেও উদ্যোগী হন। মা সারদাকে তিনি মাতৃ রূপে দেখতেন। তিনি বললেন, 'আদরিনী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গীর্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা।' সঙ্ঘজননী মা সারদাকে লিখছেন তার আদরের খুকি, তিনি আইরিশ দুহিতা। তিনি ভিন্নধর্মজাতিকা। তবু তার কাছে গেলে ছোট্ট শিশুটি হয়ে যান তীক্ষ্ম বুদ্ধসম্পন্না, অসীম সাহসের অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। তিনি মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। সদ্য সাগর পেরিয়ে আসা, ভারতকে স্বামী বিবেকানন্দর দৃষ্টিতে চিনতে শুরু করা, এক বিদেশিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সারদা মায়ের। কেউ কারও ভাষা জানেন না। অথচ নয়নে নয়নে কথোপকথন যে কত সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে দিতে পারে তার প্রমাণ এই মা-মেয়ের সম্পর্ক। পরবর্তীতে দুজনের বহু বাঙ্ময় সাক্ষাৎ ঘটেছে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে সেই সময়ের গোঁড়া হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে তিন বিদেশিনীর সঙ্গে এমন অটুট সম্পর্ক গড়ে ওঠার নিদর্শন ইতিহাসে বিরল। মা সরদার কাছে

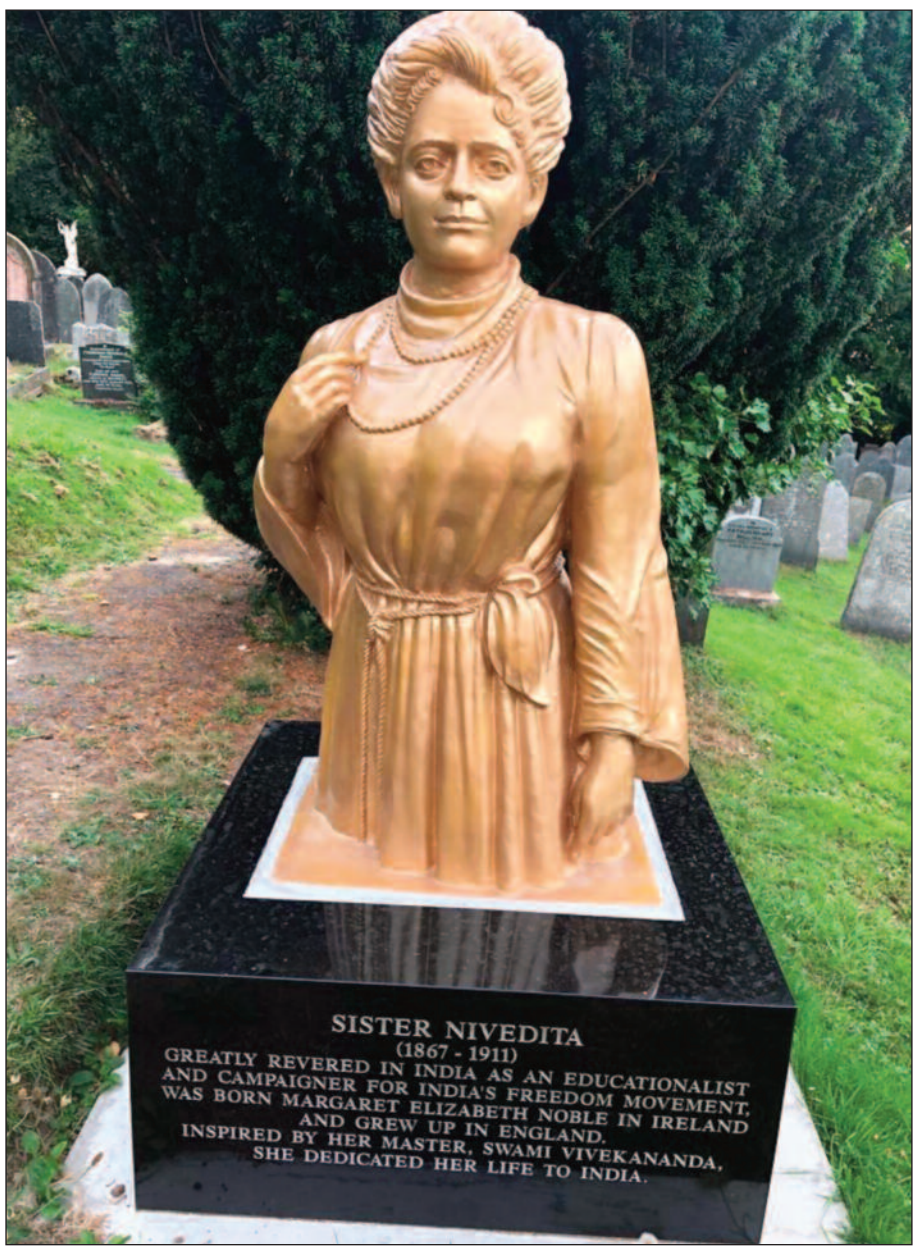

নিবেদিতা ছিলেন একেবারে ছোট্ট এক বালিকা। মায়ের মুখপানে চেয়ে থাকতেন পাঁচ বছরের শিশুর মতো। মাকে আসন পেতে দিয়ে বারবার তাতে চুম্বন করতেন আহ্লাদী মেয়ের মতো। নিবেদিতা রাতে যখন মাকে দেখতে যেতেন তখন চোখে আলো লাগবে বলে আলোর উপর কাগজ লাগিয়ে দিতেন, পাছে মায়ের চোখে কষ্ট হয় । মাকে প্রণাম করার সময় নিবেদিতা একটা কাপড়ে আলতো করে মায়ের পা মুছিয়ে মাথায় ঠেকাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নারীমুক্তি আন্দোলন সংগঠন করেননি। কিন্তু তার ভিত প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন সারদা মায়ের মধ্য দিয়ে, মা অর্থে তিনি ঈশ্বর। রামকৃষ্ণ মনে করতেন সন্তানধারণ করলেই শুধু মা হওয়া হয় না, মাতৃভাব এক মহান আদর্শ। আর এই আদর্শটিই আমৃত্যু সকলের সামনে তুলে ধরেছেন সারদাদেবী। মায়ের আদরের খুকি হতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয়, আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট ধীরে ধীরে একাধারে সেবিকা-ভগিনী নিবেদিতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এখানেই মাতৃত্বের সার্থকতা। একাধারে তিনি ধরে রেখেছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের রথের রশি, অন্যদিকে সারথি হয়েছেন নারীমুক্তি আন্দোলনের । সন্ন্যাসী ভক্ত হোক বা গৃহী, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, তার মাতৃত্ব হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। একটি কথায় তিনি বেঁধে রেখেছেন সব সন্তানকে, 'জানবে কেউ না থাক, তোমার একজন মা আছেন। আমি মা থাকতে ভয় কি?' অবনীন্দ্রনাথ দেশ মাতৃকার বিমূর্ত রূপকে মূর্ত করে তুলেছিলেন তার ভারতমাতা ছবিতে যেখানে ভারতমাতা একই সঙ্গে ঐশীশক্তির অধিকারিণী বা দেবী এবং মানবী আবার একই সঙ্গে অপার্থিব এবং লৌকিক। অবনীন্দ্রনাথ তার তুলিতে শান্ত অভয় ও সমৃদ্ধি প্রদানকারী মাতৃদেবীর রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণা রূপে ভারতমাতা শিল্পীর তুলিতে আবির্ভূতা। নিবেদিতা ছবিটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভারতমাতা সবুজ পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে নীল আকাশ, চার কমল বিশিষ্ট পদযুগল। সশস্ত্র চারহাতে স্বর্গীয় ক্ষমতা, শ্বেত জ্যোতির্ময়ী মুখে করুণা মিশ্রিত চোখ। অবনীন্দ্রনাথ তার 'ঘরোয়া' নামক লেখায় উল্লেখ করেছেন স্বদেশী যুগে এই ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হতো। ভগিনী নিবেদিতা এই ছবিটি দেখে এতটাই উচ্ছ্বসিত হয় পড়েন তিনি মন্তব্য করেন হাতে অর্থ থাকলে নব ভারতের প্রতীক এই ছবিটি ছাপিয়ে কেদারবদ্রীর আশ্রম থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি কৃষকের ঘরে একটি করে উপহার দিতেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু এই ছবিটি আরও বড়ো করে টাঙিয়ে রেখেছিলেন তার বাড়িতে। ১৯১১ সালের ১৩ ই অক্টোবর দার্জিলিঙে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ভাগিনী নিবেদিতা মাত্র ৪৪ বছর বয়সে। তিনি স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে আত্মোপলব্ধি করে জীব সেবাকেই শিব সেবায় পরিণত করেছিলেন। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ তার এই চিত্রকে বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট এর মুল লোগো বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল ভারতমাতা বলতে আধ্যাত্মিক এবং হিন্দু দর্শন চিন্তাকে বুঝিয়েছেন। যদিও অনেকের মতে ব্রাহ্ম ও মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু ঐতিহ্য এবং পৌত্তলিকতার দরুন একে সাদরে গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভারতমাতা ছবিটি সমস্ত সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িক প্রতীক ব্যঞ্জনার ঊর্ধ্বে উঠে দেশব্যাপী মানুষের মনে জাতীয়তাবাদের অনুভূতিকে সঞ্চারিত করেছিল। জনৈক শিল্প সমালোচক যথার্থই বলেছেন, এভাবে ভারতমাতা তার সন্তানদের মধ্যে দিয়ে মুক্তি খুঁজেছেন। নিবেদিতা পেরেছিলেন স্বামীজির শেষ জীবনে, যখন তার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, নিবেদিতা ছায়ার মতো তার অনুগামী ছিলেন। ১৮৯৮ সালে স্বামীজি-সঙ্গের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ধরা আছে নিবেদিতার 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে। ওই বছরই স্বামীজির শেষবারের মতো হিমালয়ে যাওয়া। শৈবতীর্থ অমরনাথে শিবের কাছে স্বামীজি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে প্রিয় শিষ্যাকেই তিনি প্রথম সে কথা জানান। স্বামীজির মর্ত্যজীবনের এই পরম প্রার্থনাটির কথা জেনে বিস্মিত হন নিবেদিতা। আরও বিস্মিত হন স্বামীজি যখন বলেন, তার এ বার হিমালয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য শিবসুন্দরের কাছেই নিবেদিতাকে উৎসর্গ করা তার জীবনব্রত উদ্যাপনের জন্য। স্বামীজীর চির প্রস্থানের মাত্র দু'দিন আগেই নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন স্বামীজিরই নিমন্ত্রণে। স্বামীজি তাকে খাইয়েছিলেন পরম যত্নে এবং আহার শেষে স্বামীজি অতিথিদের হাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন হাত ধোওয়ার জন্য। নিবেদিতা সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, 'যিশু তো শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' কিন্তু সে তো শেষের দিনে। তখন নিবেদিতা ভাবতেও পারেননি, তার গুরুর ক্ষেত্রেও এই কথাটা আক্ষরিক অর্থেই মিলে যাবে। স্বামীজী যে গুরু দায়িত্ব নিবেদিতাকে দিয়ে গিয়েছিলেন একজন ভারতমাতা হয়ে তিনি সেই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কালনার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দুয়ারে কুমির

সুজিত ভট্টাচার্য

কালনা: দুয়ারে কুমির! কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও এমনই ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকায়। সোমবার রাত ১.৩০ নাগাদ ১০ ফুটের একটি কুমির দেখা যায় এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখামাত্রই কালনা থানায় খবর দেন। কালনা থানার পুলিশ খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় হাজির হয়। কোনও মানুষের ক্ষতি যাতে না হয় এবং মানুষ কুমিরটিকে যাতে ক্ষতি করে দিতে না, পারে সেই কারণে পুলিশ নজরে রাখে। এলাকাবাসীরা জানান, তাঁরা জীবনে এই প্রথম কুমির দেখছেন তাও আবার বাড়ির সামনে। এলাকায় কুমির ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে গোটা

এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীরা না ঘুমিয়ে সারারাত ধরে বাড়ির আশপাশে এবং এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে ফায়ার ব্রিগেড হাজির হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে বন দপ্তরের কর্মীরা পৌঁছে কুমিরটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালান। দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টার পরে জাল বন্দি করে কুমিরটিকে নিয়ে যায় বন কর্মীরা। বন কর্মীরা জানিয়েছেন, কোনও কারণে খাবারের সন্ধানে কুমিরটি জলাশয় থেকে পাড়ে চলে আসে। তবে কুমিরটিটিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। বন দপ্তরের কর্মীরা এলাকা থেকে কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার পরেই হাফ ছেড়ে বাঁচে এলাকার মানুষ।

অযোধ্যা পাহাড়ে খাদে গাড়ি, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল একটি চার চাকা গাড়ি। গাড়ি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহও উদ্ধার হয়। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে আপার ড্যাম্প ও লোয়ার ড্যাম্পের মাঝেঁনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভিউ পয়েন্টের গভীর খাদে পড়ে যায় একটি চার চাকা গাড়ি। ঘটনাস্থলে বাঘমুণ্ডি থানার থানার পুলিশ পৌঁছয়। প্রায় কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পড়ে যাওয়া গাড়িটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। গাড়ি থেকে একটি রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এবং গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওড়িশার এক মহিলার আধার কার্ডের জেরক্স। দুর্ঘটনাটি ঘটল নাকি এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ।

ইজরায়েলে আটকে উত্তরপাড়ার গবেষক দম্পতি সহ শিশুকন্যা

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: শোনা যাচ্ছে গোলা-গুলির শব্দ। বাতাসে বইছে বারুদের গন্ধ। যুদ্ধকালীন সেই ইজরায়েলেই আটকে রয়েছেন বাঙালি গবেষক ও তাঁর পরিবার। দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধ মা-বাবা।

সূত্রের খবর, ইজরায়েলের হাইফা শহরে থাকেন উত্তরপাড়ার গবেষক দম্পতি সোমদয় হাজরা ও তাঁর স্ত্রী জয়িতা দত্ত হাজরা। সোমদয়বাবু স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। অপরদিকে, জয়িতাদেবী আইআইটিতে গবেষণা করছেন। তাঁদের তিন বছরের মেয়ে রয়েছে। নাম সিন্ধুরা। সোমদয়বাবুর বাবা উদয়শঙ্কর হাজরা প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁর মা সোমা হাজরা গৃহবধূ।

বৃদ্ধ দম্পতি দু'সপ্তাহ আগেই ফিরেছেন ইজরায়েল থেকে। সে সময় যদিও যুদ্ধের লেশমাত্র ছিল না। তবে এখন পরিস্থিতি আলাদা। জানা যাচ্ছে, হাইফা শহরে এখনও যুদ্ধের আঁচ লাগেনি। কিন্তু বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল-কলেজ। শুধু খোলা রয়েছে সোমদয়দের বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে নিয়ম করেই গবেষণার কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন সোমদয় হাজরা। জানিয়েছেন, ৭২ ঘণ্টার জন্য জল-পোশাক-খাবার মজুত করে রাখতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাইরেন বাজলে বাঙ্কারে ঢুকে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই বছর কালীপুজোয় দেশে ফেরার কথা ছিল দম্পতির। টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি আচমকা যে বদলে যাবে কে ভেবেছিল। তবুও চেষ্টা চলছে যদি কোনও ভাবে বেরিয়ে আসা যায়।

উদয়শঙ্কর হাজরা বলেন, 'হাইফা শহর অন্য জায়গার তুলনায় নিরাপদ। তবে ওদেরকে তৈরি থাকতে বলা রয়েছে। জামা-কাপড় শুকনো খাবার ওষুধ নিয়ে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। ল্যাব খোলা রয়েছে। নিরাপদ হলেও কখন কী ঘটবে বলা যায় না।'

ডেঙ্গুর মশার লার্ভার হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া দু'নম্বর ওয়ার্ডের পোদ্দার পাড়ায় বাড়িতে মজুত করে রাখা জলে ডেঙ্গুর মশার লার্ভার সন্ধান মেলে। বর্তমানে বাঁকুড়া জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়েছে। তার মধ্যে বাঁকুড়া পুরসভায় আক্রান্তের সংখ্যা ১১০। বাঁকুড়া দু' নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ জন। ডেঙ্গু সংক্রমণ রুখতে উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। বাঁকুড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা মিলেছে আট থেকে দশ জন। তারপরেই বিশেষ করে নড়েচড়ে বসেছে বাঁকুড়ার প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে বাঁকুড়া জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়েছে, তার মধ্যে বাঁকুড়া পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১১০ জন। ২ নম্বর ওয়ার্ডে দশজনের ডেঙ্গু আক্রান্তের হদিশ মিলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। সংক্রমণ রুখতে বাঁকুড়া পুরসভার পক্ষ থেকে দু'নম্বর ওয়ার্ডে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। এলাকায় কোথাও জমা জল রাখা আছে কি না, তা দেখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের সচেতন করার কাজ করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে। বাঁকুড়া মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্ত, বাঁকুড়া দু' নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব দে সহ একাধিক ব্যক্তি দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি বাড়িতে কোথাও কোনও জমা জল আছে কিনা, তা দেখতে গিয়ে বাড়িতে রাখা জমা জল থেকেই ডেঙ্গুর মশার লার্ভার হদিশ মেলে। বাঁকুড়ার দু' নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব দে বলেন, 'এখানে ডেঙ্গুর মশার লার্ভার সন্ধান মিলেছে। তবে ডেঙ্গু সংক্রমণ রুখতে আরও বেশি করে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরাইলে আটকে বনগাঁর যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরাইলে আটকে পড়লেন বনগাঁর যুবক। গত ১৯ মার্চ বনগাঁর শক্তিগড়ের যুবক সাত্যকি কুণ্ডু ফিজিক্সে পোস্ট ডক্টরেট করতে ইজরাইলে পাড়ি দেন। ৭ তারিখ থেকে ইজরাইলে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা আর সে কথা জানতে পেরে দুশ্চিন্তায় পরিবার। সাত্যকির মা বুলা দেবী জানান, সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ইজরাইলের খবর পাওয়ার পর থেকে দুশ্চিন্তায় আছেন। তবে ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে ছেলে বলেছেন সুস্থ ও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। কলকাতার আইজ্যাকে ফিজিক্স নিয়ে পিএইচডি করেছেন সাত্যকি। এরপরে পোস্ট ডক্টরেট করার উদ্দেশ্যেই ইজরাইল যান গত ১৯ মার্চ।

এমন একটি ঘটনার পর আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় আছে পরিবার। চলতি মাসের ৯ তারিখ ছুটিতে বাড়ি আসার কথা সাত্যকির। কিন্তু কোনও

কারণবশত সেই ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে যায়। মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে কথা হয় ভিডিও কলের মাধ্যমে। সাত্যকি জানান, এখন তিনি ইজরাইলের বিমানবন্দরে আছেন ফ্লাইটের টিকিট হয়ে গিয়েছে খুব শীঘ্রই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

SBI | **এসবিআই বড়বাজার শাখা, ব্রাঞ্চ কোড: ০০০৫০**
১৯৫, এম.জি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, মোঃ- ৯৬৭৪৭১২৮৮৯
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বড়বাজার শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতার নাম : মিঃ মহঃ ইলিয়াস বারগুজার

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১২.১০.২০২৩	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	মোট ওজন ১৭.৯৬ গ্রাম নিট ওজন ১৬.১৬ গ্রাম	১টি নেকলেস

তারিখ: ১১.১০.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) পরিচালনায় নিযুক্তর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U45201WB1988PTC045417
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	২২৭, কমলালয়া সেন্টার, ১৫৬এ লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা এবং দিল্লি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	আগরতলা এবং ওখলা (দিল্লি)-তে কোম্পানির ২টি চালু প্রোজেক্ট আছে
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	শেষ আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ এর নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুযায়ী : পরিমাণ : প্রযোজ্য নয় কার্যাদি থেকে রেভেনিউ : আইএনআর ২১.৫৬ কোটি
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	৩২ জন কর্মী বিভিন্ন স্থানে
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন ইউআরএল সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে আরপি নিকট ইমেল পাঠিয়ে ইমেল আইডি : cirp.reacon@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে আরপি নিকট ইমেল পাঠিয়ে ইমেল আইডি : cirp.reacon@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১১ নভেম্বর ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৮ নভেম্বর ২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২০ নভেম্বর ২০২৩
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২১ নভেম্বর ২০২৩
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২১ নভেম্বর ২০২৩
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১ ডিসেম্বর ২০২৩
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.reacon@gmail.com

প্রতীম বয়াল
পেশাদার প্রস্তাবক
IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
আইবিবিআই রেজি. ঠিকানা : ১৮/১, তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া, আগরপাড়া, কলকাতা - ৭০০১০৯
pratimbayal@gmail.com
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
এএফএ নং : এএ৩/১২৩৮৫/০২/০৬১২২৩/৩০০৭৯১ | বৈধ : ০৬.১২.২০২৩ পর্যন্ত
তারিখ : ১১.১০.২০২৩ | স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/63/2023 **10.10.2023**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স অভিজিৎ মোটর গ্যারেজ এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স অভিজিৎ মোটর গ্যারেজ, একটি অংশীদারী ফার্ম, গ্রাম এবং পোস্ট অফিস ভাতজঙ্গলা, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০২ তার ব্যবসা পরিচালন করছে।
(সিডি ২) শ্রী অভিজিৎ হালদার সাকিন গ্রাম পোস্ট ভাতজঙ্গলা, থানা - কৃষ্ণনগর (কোতোয়ালি), জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০২
(সিডি ৩) শ্রী অরিজিৎ হালদার, গ্রাম পোস্ট ভাতজঙ্গলা, থানা - (কৃষ্ণনগর) কোতোয়ালি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১
(সিডি ৪) শ্রীমতি কৃষ্ণা হালদার, স্বামী শ্রী অজিত হালদার, গ্রাম পোস্ট - ভাতজঙ্গলা, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০২
(সিডি ৫) শ্রী আশুতোষ সরকার, পিতা প্রয়াত সোমেশ চন্দ্র সরকার, গ্রাম - বারুহুদা, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০২
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/1327/2011** অনুযায়ী পরিমাণ ৪৩৩২৩২১.৮৯ টাকা **(তেতাল্লিশ লাখ বত্রিশ হাজার তিনশো একুশ টাকা এবং উননব্বই পয়সা)** টাকা পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১১.৫০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০১.০৯.২০১১ থেকে সমুদয় শুল্ক আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ০৪.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **১০.১০.২০২৩**
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United
সার্কেল সস্ত্র : হুগলী
২৩এ, রাই এম. সি. লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোঃঅঃ - শ্রীরামপুর, হুগলী (পঃবঃ), পিন-৭১২২০১
ইমেল আইডি: cs8240@pnb.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর ৮(৬) এবং ৯(১) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের** (সুরক্ষিত ঋণদাতা) কাছে বন্ধক / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল (প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত বাসস্তবিক / গঠনমূলক / প্রতীকী) **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, সেগুলি **"যেখানে আছে", "যা কিছু আছে"**, এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে, ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে বকেয়া এবং আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমার (ইএমডি) পরিমাণ নীচে সরবরাহ করা হয়েছে।
ওয়েব পোর্টালে **(https://www.ibapi.in)** প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়টি করবেন। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে দরপত্র দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ এবং সময়
১.	**ক) বেলুমিল্কি শাখা** **খ) শ্রী অঞ্জন ভট্টাচার্য** পিতা- শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য ৩৫৮/৬২, রাম মোহন সরণি বৈদ্যবাটি, হুগলী, পিন- ৭১২২২২। **গ) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য** পিতা- শ্রী রাজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ৩৫৮/৬২, রাম মোহন সরণি বৈদ্যবাটি, হুগলী, পিন- ৭১২২২২।	০৯ কাঠা ১০ ছটাক ৪০ বর্গফুট বা ০.১৬ একর পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- দিরঘঙ্গা, জেএল নং ০৪, আরএস প্লট নং ১৯৮৫ এবং এলআর প্লট নং ২৪৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৩০৩ বৈদ্যবাটি পৌরসভার পরিধির মধ্যে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৩৫৮ (৬২), রাম মোহন সরণি, পোস্ট- বৈদ্যবাটি, থানা শ্রীরামপুর, ওয়ার্ড নং ১৮। **সম্পত্তিটি শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের নামে আছে,** পিতা- শ্রী রাজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। এডিএসআর, শ্রীরামপুরের অফিসে নিবন্ধিত ১৯৫১ সালের শিরোনাম দলিল নং আই-৫৯২৪ বই নং ০১, ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৩৭ থেকে ২৩৮ পর্যন্ত -তে লিপিবদ্ধ। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- নারায়ণ ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে- বি. ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, পূর্বে- বিশ্বনাথ সাহা ও হিমাংসু চৌধুরীর সম্পত্তি এবং পশ্চিম- হেমন্ত গৌতম এর সম্পত্তি ও পুকুর।	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৪,১৮,৩১৫.৫০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ১৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৬০.৬২ লক্ষ টাকা খ) ৬.০৭ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২.	**ক) সিঙ্গুর শাখা** **খ) মেসার্স দক্ষিণেশ্বরী স্টিল ফার্নিচার স্বত্বাধিকারী- স্বরূপ কুমার ঘোষ** গ্রাম- বালিয়া দক্ষিণপাড়া, পোঃ- ভিরাখন্ড, থানা- হরিপাল, হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫ **গ) স্বরূপ কুমার ঘোষ** গ্রাম- বালিয়া দক্ষিণপাড়া, পোঃ- ভিরাখন্ড, থানা- হরিপাল, হুগলী, পিন ৭১২৪০৫	বালিয়া মৌজার অধীনে, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৫২৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৬, এলআর দাগ নং ২৩১৬, নারায়ণপুর বাহিরখ ণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পোস্ট- বাহিরখণ্ড, থানা- হুগলী, পিন ৭১২৪০৫ এ অবস্থিত (৫+৫) ডেসিমেল = ১০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৬.০৫ কাঠা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি স্বরূপ কুমার ঘোষের নামে আছে।**	ক) ২৩.০৭.২০১৫ খ) ৩৮,৭৯,৫৪৫.৫৮ টাকা ৩০.০৬.২০১৫ তারিখ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ২৪.০৩.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৫.০৬ লক্ষ টাকা খ) ২.৫১ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৩.	**ক) ভদ্রেশ্বর শাখা** **খ) শ্রী গোরখ রাউত** **গ) শ্রী যোগেন্দ্র রাউত** **উভয়ের ঠিকানা :** ১৮৪, খুড়িগাছি মেইন রোড, সারদাপল্লী পোস্ট -ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৪।	কাঠামো সহ ২ কাঠা ২ ছটাক ১৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অধীন মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জেএল নং-১২, আরএস দাগ নং-২৮৭, এলআর দাগ নং-৩৪৮, আরএস খতিয়ান নং-১৫১২, এলআর খতিয়ান নং-৭০১৩-এ গঠিত, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী। ২০০৩ সালের দলিল নং আই-২৫, এডিএসআর চন্দননগরের অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী জোগিন্দর রাউতের নামে আছে। দলিল অনুসারে, সম্পত্তিটি পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- ১০ ফুট রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে- অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- ২৮৭ নম্বর দাগের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- শ্রী শান্তি দেবীর সম্পত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত।	ক) ২৯.১১.২০২১ খ) ৮,০৬,৯১৬.০০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ১১.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৩.০০ লক্ষ টাকা খ) ১.৩০ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৪.	**ক) শ্রীরামপুর শাখা** **খ) মেসার্স কে পি ড্রাগস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী তপন কুমার বৈদ্য** ৪২/১/১১, ঋষি বঙ্কিম সরণি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২০৩। **গ) শ্রী তপন কুমার বৈদ্য** ৪২/১/১১, ঋষি বঙ্কিম সরণি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২০৩।	১৬৪ বর্গফুট পরিমাপের দোকান রুম নং জি১২ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। শ্রীরামপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের অধীনে ঋষি বঙ্কিম সরণিতে, হোল্ডিং নং ৪২/১/১১-এ অবস্থিত, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী। সম্পত্তিটি ২০১৩ সালের দলিল নং আই-২০৪৫ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটির স্বত্বাধিকারী শ্রী তপন কুমার বৈদ্য।**	ক) ১০.০১.২০১৯ খ) ১২,৮৭,৩০২.৫০ টাকা ৩১.১২.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ২৯.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৮.৯৩ লক্ষ টাকা খ) ০.৯০ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৫.	**ক) আরামবাগ শাখা** **খ) মেসার্স ন্যাশনাল রাইস মিল অংশীদার : শ্রী বংশীবদন দে** গ্রাম- কানপুর, পোস্ট- বৈরাকানপুর, থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী পিন- ৭১২৪১৩ **গ) শ্রীমতী লেখা দে (অংশীদার)** স্বামী- শ্রী বংশীবদন দে গ্রাম- কানপুর, পোস্ট- বৈরাকানপুর, থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী পিন- ৭১২৪১৩	গ্রাম- কানপুর, পোস্ট- বৈরাকানপুর, থানা- আরামবাগ, জেলা - হুগলী -তে অবস্থিত **ন্যাশনাল রাইস মিলের নামে** বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২০০৬ সালের দলিল নং ২৫, জেএল নং ১২৪, খতিয়ান নং ৯০৪, আরএস ও এলআর দাগ নং ১০৯২, ১০৯৩, ১১০৫, ১১০৬, ১১১০, এলাকা ০.২৪ একর, ০.০৫ একর, ০.৯৫ একর, ০.০৭ একর এবং ০.০৫ একর যথাক্রমে।	ক) ০১.১১.২০১৯ খ) ৭,২০,২৬,৩৬৩.৫৬ টাকা ৩১.১০.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ১৫.০৯.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৭৪.০০ লক্ষ টাকা খ) ২৭.৪০ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,২৫ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৬.	**ক) ভদ্রেশ্বর শাখা** **খ) শ্রী রাজা শ'** পূর্ব মালাপাড়া, গোন্ডালপাড়া, চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৭। **গ) শ্রীমতী পূজা শ'** পূর্ব মালাপাড়া, গোন্ডালপাড়া, চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৭।	কারখানার জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ৬ কাঠা ১২ ছটাক, ৪র্থ তলায়, বন্ধন হাউজিং কমপ্লেক্স নামে পরিচিত ভবনের ব্লক এ একটি ফ্ল্যাটের মধ্যে, ফ্ল্যাট এলাকা ৭৫০ বর্গফুট, মৌজা চন্দননগরে অবস্থিত, শীট নং ২৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫১২, আরএস. দাগ নং ১৮১ এবং ১৯০, এলআর দাগ নং ৮৩৬, জেএল নং ১, থানা- চন্দননগর, হোল্ডিং নং ২৮৮/৪৩ (নতুন), ২২৪ (পুরানো), মানকুণ্ডু স্টেশন রোড, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, হুগলী জেলায়। এডিএসআর, চন্দননগরে নিবন্ধিত বই নং ১, ভলিউম নং ০৬০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩১৫২ থেকে ৭৬১৭২ নম্বরে নিবন্ধিত। ২০১৭ সালের বিয়িং নং ০৬০৪০৩৫৯৭। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আরএস দাগ নং ১৮১ ৮৫ ১৯০ এর সম্পত্তি।, দক্ষিণ- আরএস.দাগ নং ১৮১ এর বাকি সম্পত্তি, পূর্ব- আরএস.দাগ নং১৯০ সম্পত্তি., পশ্চিম- ১২" প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং আরএস দাগ নং ১৮১ -এর সম্পত্তি।	ক) ০৯.০৮.২০২১ খ) ২১,৬৮,৮৪১.০০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ০৪.০১.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪.৫১ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৬ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৭.	**ক) বাঁশবেড়িয়া শাখা** **খ) মেসার্স সরস্বতী বেভারেজ স্বত্বাধিকারী: গুরুপদ দাস** গ্রাম- কাপাস্তিকারি, পোস্ট- সুলতানগাছা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী **গ) শ্রী গুরুপদ দাস** কোদালিয়া, ঝিলপাড়া, পোস্ট- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী	**সম্পত্তি নং ১: শ্রী গুরুপদ দাসের নামে** বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত, মৌজা কাফাস্টিকারি জেএল নং ১৩৮, খতিয়ান নং ৩২৩, এলআর দাগ নং ৭৫ (পি)। জমির পরিমাপ ১৪ শতক। ২০১১ সালের দলিল নং ৪৫৯৭। **সম্পত্তি নং ২: গুরুপদ দাসের নামে** বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আকনা গ্রাম পঞ্চায়েত এর পরিধির মধ্যে অবস্থিত, মৌজা কাফাস্টিকারি, থানা পোলবা, জেএল নং ১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৬, জমির পরিমাপ ০৪ শতক, ২০১৪ সালের দলিল নং ২০৩১। এডিএসআর হুগলীর অফিসে নিবন্ধিত।	ক) ১২.০৭.২০১৭ খ) ২৬,৬৬,৭১৫.০০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ২০.০৭.২০২১ ঘ) বাস্তবিকত দখল	সম্পত্তি ১ এবং ২ -এর জন্য : ক) ২৮.৫৯ লক্ষ টাকা খ) ২.৮৬ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরে উল্লিখিত তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত মূল্যায়নের বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বিভ্রান্তির দ্বারা জবাবদিহি করতে পারবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট: **https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে ৩১.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১:৩০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত।**
৪. **সম্পত্তির পরিদর্শন : ২৯.১০.২০২৩ (দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত)**
৫. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/publish/app** এবং **www.pnbindia.in**

তারিখ : ১০.১০.২০২৩ / স্থান: শ্রীরামপুর **অনুমোদিত অফিসার /পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
দুর্গাপুর শাখা
১৮৮/১৮১ নাচন রোড, ভিরিঙ্গি মোড় বেনাচিতি দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩২১৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৫.০৬.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স এম এস এজেন্সি (ঋণগ্রহীতা)** , স্বত্বা. শ্রীমতি সংঘমিত্রা সেনগুপ্ত, সুপার মার্কেট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর এমসি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩, **এবং আরও** নবপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩ **(২) শ্রী অমিত মেহতা (জামিনদাতা)** গ্রাম ভিরিঙ্গি, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৮৬,৪৯,৩৬১.৩২ টাকা (ছিয়াশি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশো একষট্টি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৭ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৮৬,৪৯,৩৬১.৩২ টাকা (ছিয়াশি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশো একষট্টি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের খালি জমি জেলা বর্ধমান, সাব ডিভিশন, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং থানা- দুর্গাপুর, মৌজা- ভিরিঙ্গি, জেএল নং ৬৮, খ তিয়ান নং ২৫১, জেলা-বর্ধমান,পিন- ৭১৩২১২
১. প্লট নং ১৪০৫, (এক হাজার চারশত পাঁচ) বাস্তু ঘর পরিমাণ এরিয়া ১৭৪৪ বর্গ ফুট
২. প্লট নং ১৪০৬ (এক হাজার ছয়) বাস্তু ঘর পরিমাণ এরিয়া ২৫৭৬ বর্গফুট
মোট এরিয়া ২(দুই) প্লটে, ৪৩২০ (চার হাজার কুড়ি) বর্গ ফুট বা ৬ (ছয়) কাঠা বা কমবেশি ১০ ডেসিমেল জমি এবং ১০০ বর্গফুট মাটির দেওয়াল সংলগ্ন ছাদ অস্থায়ী ঘর সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার, স্বাধীনতা, সুবিধা, সহজ ব্যবহার সমন্বিত। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি শ্রী অমিত মেহতার নামে। চৌহদ্দি :
উত্তরে : পুকুর দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া প্রস্তাবিত সড়ক
পূর্বে : অমিত মেহতার জমি পশ্চিমে : পরেশ নাথ রায়ের জমি সমন্বিত।

স্থান: দুর্গাপুর
তারিখ : ০৭.১০.২০২৩
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
দুর্গাপুর শাখা
১৮৮/১৮১ নাচন রোড, ভিরিঙ্গি মোড় বেনাচিতি দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩২১৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২.০৬.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী গোপাল বিদ (ঋণগ্রহীতা),** ২, বুদ্ধ মন্দির রোড রামকৃষ্ণ, পল্লী বেনাচিতি, দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২১৩ **(২) শ্রীমতি অঞ্জনা বিদ (ঋণগ্রহীতা),** ২, বুদ্ধ মন্দির রোড রামকৃষ্ণ, পল্লী বেনাচিতি, দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২১৩ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৬,৯১,২৬৬.২৭ টাকা (ষোলো লাখ একানব্বই হাজার দুশো ছেষট্টি টাকা এবং সাতাশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৭ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৬,৯১,২৬৬.২৭ টাকা (ষোলো লাখ একানব্বই হাজার দুশো ছেষট্টি টাকা এবং সাতাশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট বা ফ্ল্যাট নং জি১ একতলায় পরিমাণ ৮২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি মার্বেল মেঝে সমন্বিত তিন বেড রুম, এক ডাইনিং রুম,দুই বাথ রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ৮৪ বর্গফুট নূপুর অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত ভবনে অবস্থিত মৌজা- ভিরিঙ্গি,দুর্গাপুর পৌর কর্পোরেশন, জেএল নং ৬৮, সমুদয় জমির পরিমাণ ৫ (পাঁচ) কাঠা ১ (এক) ছটাক কমবেশি আরএস প্লট নং ১৫০৩, খতিয়ান নং আরএস ১৮৯, এলআর প্লট নং ৩৯২০, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৬৩ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের সকলের ব্যবহারের জন্য এলাকার সুবিধা এবং পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত দুর্গপুর পৌর সংস্থা অধীন শ্রীনগর পল্লি, বেনাচিতি, জেলা -পশ্চিম বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩২১৩। উক্ত সম্পত্তি শ্রী গোপাল বিদ এবং শ্রীমতি অঞ্জনা বিদ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি, সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : সমীর দাস এবং জে এন মন্ডলের জমি দক্ষিণ: চন্দ্রমণি দেবির জমি
পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া পাকা সড়ক পশ্চিমে : অনুপমা সিকদারের জমি সমন্বিত।

স্থান: দুর্গাপুর
তারিখ : ০৭.১০.২০২৩
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank | যুনাইটেড বৈংক অফ ইন্ডিয়া United Bank of India | Oriental Bank of Commerce
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) সুশান্ত ঘোষ** **খ) ফরাক্কা ব্যারেজ ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- বেনিয়াগ্রাম, জেএল নং ৫৫, প্লট নং আরএস ২২১, এলআর ১৯৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৮, এরিয়া পরিমাণ ১২ ডেসিমেল, শ্রেণি-বাড়ি, বেনিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- ফরাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২, দান দলিল নং ২৯২১-২০০৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নিমতিতা। **মালিক : ঝর্ণা ঘোষ,** স্বামী মান্তু ঘোষ, গ্রাম- বিন্দুগ্রাম, পো- বেনিয়াগ্রাম, থানা-ফরাক্কা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্বাধীন মন্ডল এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : কংগ্রেস মন্ডল এবং জ্যোতিষ মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কংক্রিট রোড সমন্বিত।	**ক) ০৩.০৬.২০২৩** **খ) ০৭.১০.২০২৩** **গ) ৩৮,৪৯,২০৮.৬৮ টাকা (আটত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার দুশো আট টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা** ২১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত সুদ এবং সুদ সহ

তারিখ : ০৭.১০.২০২৩
স্থান : বেনিয়াগ্রাম, থানা - ফরাক্কা, জেলা - মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ বুদবুদের উঠল কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠল বুদবুদের কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বুদবুদের কোটা গ্রামে। এই ঘটনায় বুদবুদের কোটা গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপির বর্ধমান সদরের নেতৃত্ব। মঙ্গলবার দুপুরে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আউশগ্রাম দু'নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

বর্ধমান সদরের জেলা বিজেপির সম্পাদক কিষান কর্মকারের অভিযোগ, আগামী ১১ তারিখ বুদবুদের কোটা গ্রামে দুজন ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগ করা হবে। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনওরকম নোটিশ জারি করা হয়নি। মাত্র ৬ জন দু'টি পদের জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত বুদবুদের কোটা গ্রাম পঞ্চায়েত আগে থেকেই দু'জনের নামের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছে। বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

তাঁর দাবি, যারা নিয়োগ হবে তারা মাত্র ৬ থেকে ৭ বছর চাকরি করার পর সরকারি চাকরি পেয়ে যাবেন। তাই নিজেদের লোকদের পাইয়ে দিয়েছে কোটা গ্রাম পঞ্চায়েত। কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই এই নিয়োগ তারা করছে বলে অভিযোগ। বুদবুদের কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রে বড়সড় দুর্নীতি করেছে বলে তাঁর অভিযোগ। এই বিষয়ে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যদিও বিজেপির তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বুদবুদের কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দিরা চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগের জন্য তাঁরা পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে অনেক আগেই নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। নিয়ম মেনেই পঞ্চায়েতে ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে তাঁরা সমস্ত তথ্য জানিয়েছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবার যে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে, তা পঞ্চায়েত গ্রহণ করেছে। তবে তাদের তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি তাঁর।

ঘরে ঢুকে নলি কেটে খুন, বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত মৃতের মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: নিজের বাড়ির শোওয়ার ঘরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করা হল এক ব্যক্তিকে। দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে মৃতের মা। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুরের নেতাজিপল্লিতে। কেন এমন নৃশংস ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর মৃত যুবকের স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অভিজিৎ তরফদার (৩৮)। তাঁর বাবা স্থানীয় একটি চা বাগানের মালিক। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে অভিজিৎ বাবুর গলার নলি কেটে চম্পট দেয়। সে সময় দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত হন মৃত অভিজিৎবাবুর মা প্রতিভা তরফদারও। অভিজিৎ বাবু ও তার মা প্রতিভা দেবী ছাড়াও বাড়িতে ছিলেন অভিজিৎ বাবুর বাবা রাজেন তরফদার, অভিজিৎ বাবু স্ত্রী দীপ্তি তরফদার এবং তাদের পাঁচ বছরের ছেলে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মৃত যুবকের মা প্রতিভা তরফদার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানিয়েছেন, 'সোমবার রাত আড়াইটে নাগাদ দোতলায় মানুষের চলাচলের আওয়াজ শুনে আমার ঘর থেকে বের হতেই কয়েকজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা ধারালো কিছু দিয়ে আমাকে কোপাতে শুরু করে। আমার হাতে বুকে, গলায় আঘাত লাগে। আমি কোনও রকমে ঘরের টেবিলের নীচে লুকিয়ে পড়ি। এরপর ওই দুষ্কৃতীরা ঘর থেকে পালিয়ে যায়। আমার চিৎকারে নিচের ভাড়াটিয়ারা ছুটে আসে। এরপর আমি জ্ঞান হারাই। ঘর অন্ধকার থাকায় হামলাকারীদের কাউকেই আমি চিনতে পারিনি।'

তাঁর প্রশ্ন, ঘরের চাবি যেখানে রাখা থাকতো সেখানেই ছিল, অথচ বাড়ির তিনটে দরজা খুলে কীভাবে দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকল? মহিলার ধারণা, বাড়ির ভেতর থেকেই কেউ সুবিধার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। তাঁর সন্দেহ, এই ঘটনার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার ছেলের বউ জড়িত রয়েছে।

বাড়ির নীচের তলায় থাকা ভাড়াটিয়ারাও কোন কিছু টের পায়নি বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ভাড়াটিয়া স্নেহাশিস ঠাকুর জানিয়েছেন, 'রাত ৩টে নাগাদ মৃত যুবকের স্ত্রীর ডাকাডাকিতে আমরা জানতে পারি। আমাদের সে জানায় বাড়িতে চোর ঢুকেছে। খুনের ঘটনা আমাদের সেইসময় জানানো হয়নি।'

পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিজিৎ তরফদারের স্ত্রী দীপ্তি তরফদারকে আটক করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে গোটা ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। মৃতের স্ত্রীর বিবাহবহিভূর্ত সম্পর্কের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের।

ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'খবর পেয়েই আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই খুন। এই ঘটনায় বাকি জড়িতদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, 'ওই খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পারি মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে একজনের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ওই মহিলাকে রাতেই আটক করা হয়। তারই সূত্র ধরে এদিন চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। এই দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা চলছে। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে।'

দুর্গাপুজো উপলক্ষে কাঁকসার সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবদন, কাঁকসা: আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে কাঁকসার সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল ও কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ।

এদিন পানাগড় বাজারের লায়েন্স ক্লাবের সভাকক্ষে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে আয়োজিত কো-অর্ডিনেশন সভায় কাঁকসার আইসি ও এসিপি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় সহ পানাগড় অগ্নি নির্বাপণ দপ্তর, পানাগড় রেল স্টেশনের জিআরপি, কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা ও পানাগড় চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যরা।

সভার বিষয়ে কাঁকসার বিডিও পর্ণা দেকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সভার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, কাঁকসায় অত্যন্ত ধুমধাম করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। ডিজে বাজানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা সহ শব্দবাজি যাতে কোথাও না হয় সেই বিষয়ে পুজো কমিটিগুলোর কাছে এই বিষয়ে নজর দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

কাঁকসার সমস্ত পুজো কমিটিগুলোর কোনও সমস্যা হলে কাঁকসা থানা সর্বদা পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। রাস্তায় দ্রুত গতিতে বাইক যাতে কেউ না চালায় এবং নিয়ম মেনে বাইক নিয়ে বাইরে বেরনোর পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে একটা পুজো করতে গেলে পুজো কমিটির সঙ্গে যে সমস্ত দপ্তরগুলি যুক্ত থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলতেই এই আলোচনা সভার আয়োজন।

এছাড়াও আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে যে সমস্ত গাইড লাইনগুলি রয়েছে সেগুলি কাঁকসা ব্লকের সমস্ত পুজো কমিটিগুলির সামনে তুলে ধরা হয়। কাঁকসা আন্তরিক পুজো কমিটির সদস্য পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কাঁকসায় সর্ব ধর্মের মানুষের বসবাস। দুর্গাপুজো হোক বা মহরম, সকল মানুষ আনন্দের সঙ্গে উৎসব পালন করেন এবং একে অপরের উৎসবে সামিল হন। পুজোর চারটে দিন যাতে সবাই পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে পারে এবং সকল জায়গায় সুষ্ঠু ভাবে পুজো হয় সেই বিষয় নিয়ে সমন্বয় সভার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। পুজোর যে সমস্ত গাইড লাইন আছে সেগুলি সকলকে জানানো হয় কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে।

বাঘমুণ্ডিতে ফের মার্কেট পরিদর্শনে মন্ত্রী বেচারাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দু'মাস পর ফের মার্কেট পরিদর্শনে এলেন মন্ত্রী। মঙ্গলবার পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকের অন্তর্গত সুইসা নেতাজি সুভাষ মার্কেটে সকাল সকাল পরিদর্শন করে গেলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। গত দু'মাস আগে তিনি পুরুলিয়ার বেশ কয়েকটি কৃষক বাজার পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তার মধ্যে ছিল সুইসা নেতাজি সুভাষ মার্কেট। ফের আর একবার আজকে তিনি পরিদর্শন করে গেলেন।

সূত্র মারফত জানা যায়, এই মার্কেট গতবারে পরিদর্শনে এসে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বেশ কিছু অভাব অভিযোগ পেয়েছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন যে অভাব অভিযোগ অনুসারে খতিয়ে দেখে সব ব্যবস্থা করার। আজকে তিনি পরিদর্শন করে ওই মার্কেটের দায়িত্বে থাকা কর্মচারী এবং জেলা বাজার নিয়ন্ত্রিত সমিতির একাধিক অধিকারিকদের সঙ্গে মার্কেটের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বেচারামবাবু জানান, এই মার্কেটকে রাজ্যের অন্যতম মার্কেটে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও এখানে হিমঘর সহ চাষিদের সুবিধার্থে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ হবে এবং সামাজিক বিবাহ কাজের জন্য হলঘর তৈরি হবে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরিদর্শনে ছিলেন পুরুলিয়া জেলা বাজার নিয়ন্ত্রিত সমিতির একাধিক আধিকারিক সহ পুরুলিয়া জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষা নমিতা সিং মুড়া, তৃণমূলের বাঘমুণ্ডি ব্লক সভাপতি নিকুঞ্জ মাঝি, তুন্তুড়ি-সুইসা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাক্তন প্রধান কিরণ কালিন্দী সহ আরও অনেকেই।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ নিউটাউনের বালিগুড়ি এলাকায়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই অভিযুক্ত বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল টেকনো সিটি থানার পুলিশ। সোমবার রাতে গ্রেপ্তারের পর মঙ্গলবার অভিযুক্ত সোহেল রানাকে বারাসাতের পকসো আদালতে তোলা হলে বিচারক ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'মাস ধরে নিউ টাউন বালিগুড়ি এলাকায় ভাড়া থাকছিল বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার গাজীপুর এলাকার বাসিন্দা সোহেল রানা নামে ওই যুবক। বিশেষ কাজে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা আসে ওই যুবক। অভিযোগ, নিউটাউন বালিগুড়ি এলাকার যে বাড়িতে সোহেল রানা ভাড়া ছিল সেই বাড়ির মালিকের মেয়েকে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করে সে। নির্যাতনের পর অভিযুক্ত ব্ল্যাকমেল করছিল ও ভয় দেখাচ্ছিল। প্রথম দিকে ভয়ে পরিবারের কাউকে কিছু বলতে পারেনি মেয়েটি। অবশেষে রবিবার অসুস্থ হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়। সোমবার সকালে টেকনো সিটি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নিউটাউন এলাকা থেকে অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিক সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে টেকনো সিটি থানার পুলিশ।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন সবজি চাষ, পুজোর মুখে মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে ডুবেছে ফসলের জমি। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন পুরাতন মালদার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু চাষি। বৃষ্টির জমা জলে বিঘার পর বিঘা জমিতে ডুবে রয়েছে ধান, কলায়, পটল লঙ্কা সহ নানান ধরনের ফসল ও সবজি। ফলে এখন চাষিদের মধ্যে আর পুজোর আনন্দ নেই। লোকসান ব্যাপক হওয়ায় কি করে সেই ক্ষতিপূরণ মেটাবে তা ভেবেই কুল কিনারা করতে পারছেন না মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষিরা। জমি থেকে বৃষ্টির জল না নামলে নতুন করে আবার ফসল সবজি চাষ করতে হবে বলেই জানিয়েছেন অধিকাংশ চাষিরা।

পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি এখনো জলের তলায় রয়েছে। গত দুই সপ্তাহে একনাগারে বৃষ্টির জেরে ওই এলাকার প্রায় ১০০ বিঘা ফসলের জমি ডুবে রয়েছে বলে অভিযোগ চাষিদের। এই অবস্থাই এখন প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানাচ্ছেন চাষিরা।

মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চরলক্ষ্মীপুর এলাকার এক চাষি টিঙ্কু দাস বলেন, প্রায় দশ বিঘা জমিতে ধান, কলাই চাষ করেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির জেরে সমস্ত জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। হাজার হাজার টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। ধার দেনা করে এই মরশুমে ফসল চাষ শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখন যেভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হলো তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় রয়েছি। পুজোর আনন্দ আর নেই। কি করে ক্ষতিপূরণ মিটবে কিছুই বুঝতে পারছি না। কবেই বা জমি থেকে জল নামবে সেটাও জানি না। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কাছে ক্ষতিপূরণের দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।

পুরাতন মালদা ব্লকের কৃষি আধিকারিক সৌমজিৎ মজুমদার জানিয়েছেন, গত দুই সপ্তাহ আগে যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেক ফসলের জমি জলে ডুবে গিয়েছে। এবিষয়টি জানার পরেই চাষিদের ক্ষয়ক্ষতির একটি তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা শস্য বীমা যোজনায় যেসব চাষিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন তারা অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে এবারে ধান ও কলায় জমিতেই খানিকটা ক্ষতি হয়েছে বলেই প্রাথমিক পর্যায়ে জানতে পেরেছি। এলাকার ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হবে।

পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক গাইড ম্যাপ প্রকাশ, চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক হল। মঙ্গলবার দুপুর ১১ টা থেকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়ার গণভবনে। বৈঠকের শুরুতে সিইএসসির প্রতিনিধি জানান, সমস্ত নিয়মকানুন ঠিকমতো মেনে চলতে হবে পুজো উদ্যোক্তাদের। অনলাইনে অনুমতি নিতে হবে এবং মণ্ডপে বিদ্যুতের তার ভালো করে আলাদা মোটা পাইপ দিয়ে কভার দিতে হবে এবং যাঁরা ইলেকট্রিকের কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে সিইএসসির নিয়মকানুন নিয়ে বৈঠক করা হবে।

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির প্রতিনিধি জানান, অবশ্যই অনলাইনেও অনুমতি নিতে হবে ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। যার যত কিলোওয়াট লাগবে। সেই পরিমাণ অবশ্যই জানাতে হবে বিদ্যুতের তার ভালো করে মোটা পাইপ দিয়ে কভার দিতে হবে সমস্যা হলে, তাঁদের জানাতে হবে তাঁরা সহযোগিতা করবেন। দমকল বিভাগের প্রতিনিধি তাঁদের নিয়মকানুনগুলো জানালেন। সেগুলো পালন করতে হবে।

এই বৈঠকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের কমিশনার অমিত জাভলগি জানান, পুজো উদ্যোক্তাদের প্রশাসনের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট ঠিক করে দেওয়া হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। সেই গাইড ম্যাপ দেওয়া হবে। এছাড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাস শিশুদের জন্য পরিচিতি পত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার মধ্যে ফোন নম্বর লিখে তাদের জামার সঙ্গে সেটে দিতে হবে, যাতে হারিয়ে গেলে সমস্যা না হয়। পুলিশ বুথ থেকে এগুলো দেওয়া হবে এছাড়া ড্রোনের সাহায্যে ডেঙ্গু এলাকাগুলো নজর দেওয়া হবে, যেখানে জঙ্গল আছে ভাঙাচোরা

বাড়ি আছে। পুলিশ প্রশাসন সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে আছে। শপিং মল মার্কেট সোনার দোকানের পাশে সবসময় নজরদারি থাকবে, পুজোর আগে পুজোর পরে যাতে কেনাকাটার কোন সমস্যা না হয়।

উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানান, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করতে হবে। সেইসঙ্গে পুরসভার সঙ্গেও পুলিশ সবসময় সহযোগিতা করে। উত্তরপাড়ার দোলতলার ঘাটে বিসর্জনের সময় পুজো উদ্যোক্তাদের কোনও খরচ করতে হবে না। এই ব্যাপারটা পুরসভা দেখবে। কোন্নগর পুরচেয়ারম্যান স্বপন দাস বলেন, 'বিসর্জনের সময় পুরসভা সবসময় সহযোগিতা করে বিসর্জন নিয়ে আমরা অটোমেটিক ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম পোর্ট ট্রাস্ট কয়েক কোটি টাকা চাইল সেটা সম্ভব হল না।' এদিন বেশ কিছু পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে সরকারের দেওয়া চেক দেওয়া হল।

সিডিপিও অফিসে তালা দিয়ে বিক্ষোভ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মীদের খাবারের টাকা না দেওয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ অঙ্গনওয়াড়ি দপ্তরের আধিকারিক সিডিপিও অফিসে। সিডিপিও অফিসারের গেটে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুল এক নম্বর ব্লক অফিসে।

এদিন খানাকুল এক নম্বর ব্লকের অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সিডিপিও অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন কর্মীরা। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডার রয়েছে, সেই অর্ডারের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এতদিন খাবার পেয়ে আসছেন। অর্থাৎ শিশুদর খাবারের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরাও খাবার পেয়ে থাকেন। কিন্তু খানাকুল এক নম্বর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আধিকারিক সেই খাবারের টাকা দিতে পারবেন না বলে জানান। এতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন ওই আধিকারিক।

এতদিন ধরে তাঁদের খাবারের টাকা দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করেই তারা বিল দেখিয়ে টাকা নিতে গেলে তাঁদেরকে নাকি টাকা না দেওয়ার ভয় দেখানো হয় বলেই অভিযোগ করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে খানাকুল এক ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি দপ্তরের আধিকারিক জয়ব্রত কুণ্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

তিনি জানান, তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। তিনি বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তবে তিনি ভয় দেখানোর মতো কোনও কাজ করেননি। যেটা ওপর থেকে অর্ডার আছে সেই অনুপাতেই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন বলেই জানিয়েছেন।সবমিলিয়ে এখন দেখার খানাকুলের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবিপূরণ হয় কিনা।

হাসপাতালে তামাকজাত নেশার সামগ্রী বিক্রি রুখতে উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে তামাকজাত নেশার সামগ্রী বিক্রি রুখতে উদ্যোগী হল কর্তৃপক্ষ। ধূমপান বন্ধের লক্ষ্যে মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে যৌথ অভিযান চালান স্বাস্থ্য কর্মী ও পুলিশ। হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান করায় বেশ করেকজনকে হাতেনাতে পাকড়া করা হয়। তাঁদেরকে জরিমানাও করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক দোকানি ও রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য সেবনের ভয়াবহতা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। পাশাপাশি এদিন তামাক বর্জন নিয়ে পোস্টারিং ও লিফলেট বিলি করা হয়।

এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সদস্য সিন্ধু বেরা বলেন, 'তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবনে মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শুধু ক্যান্সার নয় নিয়মিত এই জাতীয় দ্রব্য সেবনে মৃত্যুও হতে পারে।' ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল

কলেজের হাসপাতালের অধ্যক্ষ ড. উৎপল দাঁ বলেন, 'হাসপাতালে চত্বরে ধূমপান করা এবং তামাকজাত নেশার দ্রব্য বিক্রিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেক সময় দেখা যায় রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই ধূমপান করেন। মূলত তামাকমুক্ত হাসপাতাল গড়তেই আমরা এই অভিযান আগামী দিনও জারি রাখব।'

বকেয়ার দাবিতে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ পঞ্চায়েত কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়া সহ মোট ৮ দফা দাবিতে বাঁকুড়া জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটি। আজ বাঁকুড়া শহরে মিছিল করে পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীরা বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে যান। সেখানে জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দিনের পর দিন মহার্ঘভাতা বকেয়ার পরিমাণ বাড়লেও রাজ্য সরকার তা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। এছাড়াও পঞ্চায়েত কর্মচারী ও পেনশনারদের হেলথ স্কিম চালু, পঞ্চায়েত স্তরে শূন্যপদ পূরণ সহ মোট ৮ দফা দাবি জানান যৌথ কমিটির বিক্ষোভকারীরা। অবিলম্বে দাবিপূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

দুর্ভিক্ষ থেকে প্রজাদের বাঁচাতে মাধবপুরের রায় জমিদার পরিবারে শুরু দুর্গার আরাধনা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যখন গ্রামকে কে গ্রাম মানুষ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, খাবারের জন্য চলছে হাহাকার তখন আর চুপ থাকতে পারেননি জমিদার শান্তিরাম রায়। জমিদার বাড়ির শস্য ভাণ্ডার সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। প্রজা কল্যাণে মা দুর্গার আরাধনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। মন্বন্তরের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সেই শুরু। পুজোর দিনক্ষণ, সাল এখন আর কেউ সঠিক বলতে পারেন না। জমিদারিও নেই। তবে আজও পরম ভক্তিতে পুজো হয়ে আসছে আরমবাগের মাধবপুরের রায় জমিদার বাড়ির।

মাধবপুর এলাকায় আজও লোকশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। জনহিতের কল্যাণে দেবী দুর্গার

আরাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন শান্তিরাম রায়। প্রজাহিতৈষী এই জমিদারকে বর্ধমানের রাজা মহাত্রাণ উপাধি দিয়েছিলেন। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোতে আজও দেবী দুর্গার কাছে অশুভ শক্তির বিনাশের প্রার্থনা করা হয়।

গড়বাড়ির রাজা রণজিৎ রায়ের বংশধর মাধবপুরের জমিদার পরিবার। মোগল ও আফগান লড়াইয়ের সময়কালে গড় মান্দারণের সঙ্গে গড়বাড়ি দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা হুগলি জেলার হামীরবাটি, শ্যামবাটি, মাধবপুর, গোপীনাথপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। রণজিৎ রায়ের বংশধরদের একটি শাখা আরামবাগের মাধবপুর এলাকায় ভদ্রাসন গড়ে তোলেন। এই বংশের শান্তিরাম রায় বর্ধমান রাজ কর্তৃক ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বায়রা পরগনা, বদনগঞ্জ, উচালন ও পহলানপুরের জমিদারি পান। সেই সময়কালে ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। সন্তানসম প্রজাদের রক্ষায় শান্তিরাম ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রজা কল্যাণে মা দুর্গার আরাধনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। মন্বন্তরের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

১৭৯২ সালে জমিদার বাড়িতে দেবী দুর্গার ঠাকুর দালান নির্মিত হয়। দুই শতাব্দী ধরে সেই ঠাকুর দালানে আজও পুজো হয়ে আসছে। শান্তিরামের অস্টম উত্তরপুরুষ শুভদীপ রায় বলেন, আমার পূর্বপুরুষরা রাজপুত গোষ্ঠীর চান্দেলা প্রতিহার বংশের ছিলেন। এই বংশের একটা শাখা বর্তমান বিহারের মুঙ্গের জেলার গিধাউরি এলাকার শাসক ছিল। সেই বংশের সংগ্রাম সিং গৌরঅধিপতির কাছে 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর ছেলে রঞ্জিত রায় সম্ভবত গড় মান্দারণের সমরশাসকের বা অন্য কোনও উচ্চপদের দায়িত্বে ছিলেন। মোগল আফগান যুদ্ধে এই বংশের সদস্য হরিশ্চন্দ্র রায় যুদ্ধে মারা যান। পারিবারিক নথিপথে প্রাচীন এই ইতিহাস কিছু রয়ে গিয়েছে। যদিও মূল স্রোতের ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ে সেইসব স্থান পায়নি।

পরিবারের ঐতিহ্য ও রীতি মেনেই আমাদের এই পুজো এখনও হয়। বাড়ির অপর সদস্য অমলেন্দু রায় বলেন, আমাদের পুজো শুরু হয় কৃষ্ণা নবমী কল্পারম্ভ দিয়ে। নবমী থেকে নবমী বিশেষ অনুষ্ঠান ও পূজা হয়। এই পুজোর বিশেষত্ব হলো দশভূজা মূর্তিতে কুলোদেবী বিশালক্ষীকে আরাধনা করা। রাজা রণজিৎ এর ব্যবহৃত তরবারি ক্ষত্রিয় বংশ ও ক্ষাত্র তেজের প্রতীক হিসাবে পুজো করা হয়। পূজাতে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত বিশেষ মহাদুর্গা হোম হয় ১০০৮ আহুতি সহ। এই হমগ্নি তিন দিন জ্বলতে থাকে। দশমীতে বিশেষ রীতি অনুযায়ী মহামন্ত্র পাঠ করা হয়। দশমীতে ঘট নিরঞ্জনের আগে এক বিশেষ প্রথা অনুসারে আজও খাজনা নেওয়া হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে আটকে কেরলের সাত হাজার বাসিন্দা

জয়শংকরকে চিঠি উদ্বিগ্ন বিজয়নের

তিরুঅনন্তপুরম, ১০ অক্টোবর: হামাস গোষ্ঠীর হামলার পর ভয়াবহ পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ ইজারায়েল ও প্যালেস্টাইনে। ইতিমধ্যে যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। আহত অসংখ্য। এদিকে ইজরায়েলে আটকে পড়ছেন বহু ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যায় রয়েছেন দক্ষিণের রাজ্য কেরলের বাসিন্দা। নিজের রাজ্য তথা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন সোমবার চিঠি লেখেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে।

বিজয়নের চিঠি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইজরায়েলের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার কেরলের নাগরিক। তাঁদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দুই দেশের শত্রুতার জেরে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন ইজরায়েল প্রবাসী কেরলের প্রায় ৭ হাজার বাসিন্দা। তাঁদের পরিবারের লোকেরা চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন।' বিজয়ন আর লিখেছেন, 'ইজরায়েলে আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। এই বিষয়ে সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়ে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করছি আপনাকে।'

প্রসঙ্গত, ৬ অক্টোবর, ২০২৩। ইয়ম কিপুরের মতোই ইহুদিদের আর এক উৎসব সিমহাত টোরার দিন গাজা ভূখণ্ড থেকে ইজরায়লের বুকে বেনজির হামলা শুরু করে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। কেবল প্রায় ৫ হাজার রকেট নয়, গাজা থেকে মোটর গ্লাইডারে চড়ে আকাশপথে ইজরায়েলে ঢুকে পড়ে জিহাদিরা। জল ও স্থলপথেও ইজরায়েলের বেশ কয়েকটি এলাকায় ঢুকে পড়ে হামাস যোদ্ধারা। আপাতত হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। এখনও পর্যন্ত লড়াইয়ে নিহত অন্তত দেড় হাজার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে হামাসকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৪০০০ পার

কাবুল, ১০ অক্টোবর: ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে জারি রয়েছে মৃত্যুমিছিল। প্রকৃতির রুদ্র রোষে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন চার হাজারের উপর মানুষ। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে প্রায় দুই হাজার বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ২০টি গ্রাম।

রয়টার্স সূত্রে খবর, আফগানিস্তানের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র মুল্লা সাইক কাবুলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'এখনও অবধি যা পরিসংখ্যান, এই ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজারের উপর মানুষ। আমাদের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০টি গ্রামের ২ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত শনিবার সকালে পর পর ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে কম্পনের সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৬.৩। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হেরাত প্রদেশ থেকে ৪০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে ৩৫টি উদ্ধারকারী দলের প্রায় হাজার জন উদ্ধারকার্যে নেমেছেন। বিপর্যয় বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন। তবে দুর্গম এলাকাগুলোতে উদ্ধার কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে তাঁদের। হতাহতের সঙ্গে আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সোমবার ভূমিকম্প কবলিত হেরাত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল খতিয়ে দেখতে আফগানিস্তানের কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ হাসান আখুন্দের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে যায়। এর মাঝে চিন ২ লক্ষ মার্কিন ডলারের সাহায্য ঘোষণা করেছে আফগানিস্তানের জন্য।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ

দিল্লির আপ বিধায়কের বাড়িতে ইডির হানা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: দিল্লির আপ বিধায়কের বাড়িতে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এই তল্লাশি অভিযান। মঙ্গলবার সকাল সকাল ওই বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা।

দিল্লির ওখলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ৪৯ বছরের আপ নেতা অমানতুল্লা খান। আর্থিক তছরুপের একটি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। সেই সূত্রেই আর্থিক দুর্নীতি বিরোধী আইনে বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লি দুর্নীতিদমন ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই পৃথক ভাবে এফআইআর দায়ের করে। আপ বিধায়কের নাম ছিল সেই এফআইআরে। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের নিয়োগে অনিয়ম এবং দুর্নীতির সন্ধান পেয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ওই বোর্ডের চেয়ারম্যান অমানতুল্লা। এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে। তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে মঙ্গলবার আপ নেতার বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকেরা।

ইডির এই অভিযানের নেপথ্যে রাজনৈতিক চক্রান্ত দেখছেন অনেকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে বিরোধীদের হেনস্থার অভিযোগ শুধু দিল্লিতে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও উঠেছে বার বার। অভিযোগ, ইডি, সিবিআইয়ের মতো সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজে লাগায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

দেশের সবচেয়ে ধনীর তকমা আম্বানির

৫৭ শতাংশ সম্পত্তি কমল আদানির!

মুম্বই, ১০ অক্টোবর: সম্পত্তির খতিয়ানে গৌতম আদানিকে পিছনে ফেললেন মুকেশ আম্বানি। 'হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট' অনুযায়ী বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকার শীর্ষে পৌঁছে গেলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান। মঙ্গলবারই প্রকাশিত নয়া তালিকায় জানা গেল এমনটাই।

জানা যাচ্ছে, ২০১৪ সালে মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা। তা ২০২৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৭০০ কোটিতে। গত বছরের থেকে সম্পত্তি বেড়েছে ২ শতাংশ। অন্যদিকে, আদানির সম্পত্তি একলাফে গত বছরের তুলনায় কমেছে ৫৭ শতাংশ। তাঁর বর্তমান সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ৮২ বছরের সাইরাস এস পুনেওয়ালা ও তাঁর পরিবার। তাঁদের সংস্থা সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার লেনদেন বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ৩৬ শতাংশ বেশি। চার ও পাঁচ নম্বরে রয়েছেন শিব নাদর ও লন্ডনের গোপীচাঁদ হিন্দুজা। তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ও ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

খলিস্তানিদের মদত দিলেও হামাসের নিন্দা ট্রুডোর

টরেন্টো, ১০ অক্টোবর: খলিস্তানিদের মদত দিলেও হামাসের নিন্দায় সরব হয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তাঁর এই দ্বিচারিতা নিয়েই সরব হয়েছে নেটিজেনরা। এক্স হ্যান্ডেলে ট্রুডোর সমালোচনায় এক পর এক পোস্ট করা হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, হামাসের ইজরায়েলে হামলা চালানোর পর কানাডার রাস্তায় উৎসব করতে দেখা যায় প্যালেস্টাইনের এই জঙ্গি গোষ্ঠীর সমর্থকদের। জানা গিয়েছে, টরন্টোর রাঙ্গ স্তায় উল্লাস দেখিয়ে যে জমায়েত করেছিল হামাসের সমর্থকরা তার কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই ঘটনায় বেজায় চটেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো ও টরন্টোর মেয়র। ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রুডো এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কানাডা কোনওরকম হিংসাকে সমর্থন করে না। দেশের বুকে হিংসাকে প্রশয় দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। যারা যারা ইজরায়েলে হওয়া হামাসের হামলাকে সমর্থন করে আমরা তাদের কড়া বিরোধিতা করি। আসুন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।'

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই এক্সে কটাক্ষ করেন ভারতীয়রা। এক নেটিজেনের কথায়, 'ট্রুডো সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন না, কিন্তু খলিস্তানের সমর্থনে প্রচার করেন! তিনি যা করছেন তা দ্বিচারিতা।' সকলের মতো ট্রুডোকে তোপ দাগেন বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী বৈশালী পোদ্দার। টুইট করে তিনি বলেন, 'অবশেষে আপনার ঘুম ভেঙেছে। এবার ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু নিয়ে আপনি কী বলবেন? আপনি তো কানাডাকে জঙ্গিদের নিরাপদ পীঠস্থান বানিয়ে রেখেছেন। প্রচার না করে পদক্ষেপ করুন।'

উল্লেখ্য, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়। তার পর থেকেই দুদেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এবার ফের ইজরায়েল প্রসঙ্গে সংঘাতে জড়াল ভারত ও কানাডা।

কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে খতম দুই লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর: কাশ্মীরে কাকভোরে খতম দুই লস্কর জঙ্গি। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীর পুলিশ সমাজমাধ্যমে এই সংঘর্ষের কথা জানিয়েছে।

মঙ্গলবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের আলশিফোরা এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় জঙ্গিদের। ওই এলাকায় জঙ্গিরা লুকিয়ে ছিল বলে দাবি পুলিশের। কাকভোর থেকে গুলির লড়াই চলছিল। কাশ্মীর জোন পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে দুই জঙ্গি নিহত। তাঁদের নাম মোরিফৎ মকবুল এবং জাজিম ফারুক ওরফে আবরার। হত দুই জঙ্গি লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে দাবি নিরাপত্তারক্ষীদের।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় কাশ্মীরি পণ্ডিত সঞ্জয় শর্মাকে খুন করা হয়েছিল। সেই হত্যাকাণ্ডে এই দুই জঙ্গির হাত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুলওয়ামায় একটি ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করতেন সঞ্জয়। বাজার যাওয়ার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জয়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। কাশ্মীরি পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডে মঙ্গলবার নিহত দুই জঙ্গির যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

সোপিয়ানে অভিযান এখনও থামেনি। নিরাপত্তারক্ষীরা আরও জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ওই এলাকায় আরও বেশ কয়েক জন জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারেন বলে অনুমান তাঁদের।

হামাসের হামলার পিছনে হাত নেই ইরানের, দাবি খামেনেইর

তেহরান, ১০ অক্টোবর: হামাস জঙ্গিদের আক্রমণে রক্তাক্ত ইজরায়েল। পালটা জবাব দিচ্ছে তেল আভিভও। ইতিমধ্যেই গাজা ভূখণ্ডে লাগাতার বিমান হামলা চালাতে শুরু করেছে ইজরায়েলের বাহিনী। বেগতিক দেখে হামাসের হুমকি, হামলা না থামালে পণবন্দি ইজরায়েলিদের হত্যা করা হবে। এমতাবস্থায় হামাস বাহিনীকে খোলাখুলি সমর্থন জানালেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। কিন্তু এই হামলার পিছনে ইরানের কোনও হাত নেই বলেই দাবি তাঁর। মঙ্গলবার তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'প্যালেস্টাইনবাসীর জন্য আমি গর্বিত।' কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে প্যালেস্তিনীয়দের যে তাঁরা সমর্থন করবেন, তাও জানিয়েছেন খামেনেই।

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 20 (Twenty) Nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/NIT-08/324(e)/2023-24. Viz. memo no.-K-12(Ten)/A-540/DHM dated-10/10/2023.** Last date of online submission: **17/10/2023.** Detailed information available in the departmental website : **www.wbtenders.gov.in**
S/D Chairman, Diamond Harbour Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
e-Tender Notice
No:- 09/2023-24
Memo No: 1699/GM Dated : 12.05.2023
Tenders are invited by this Municipal Authority for construction of earthen road & Drain under Guskara Municipality. Last date of submission tenders application 6.11.2023 up to 12.00 P.M. for details visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.guskaramunicipality.co.in.**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 72 (eSCHOOL)/2023-24 Dated: 26.09.2023, Tender **ID: 2023_MAD_578026_5, 2023_MAD_578026_6 & 2023_MAD_578026_7.** The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tenders are hereby extended up to 17.10.2023 and Bid Opening Date will be 31.10.2023. **For details please log on to www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer Khandaghosh Development Block, Tender Id: 2023_DMB_589512_1
Bid submission start Dt. & Time (online): 09/10/2023 from 06:55pm onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): 17/10/2023 up to 05:00pm
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

Tender Notice Khandaghosh Panchayat Samity
Tender Id: 2023_DMB_590469_1 to 4
Bid Submission Start Dt. & Time (online): from 10/10/2023 from 06:00 pm Bid submission closing Dt. & Time (online): upto 17/10/2023 up to 11:00 am
Tender Id: 2023_DMB_590321_1 to 2
Bid Submission Start Dt. & Time (online): from 10/10/2023 from 03:00 pm Bid submission closing Dt. & Time (online): upto 17/10/2023 up to 02:55 pm
Tender Id: 2023_DMB_590122_1
Bid Submission Start Dt. & Time (online): from 10/10/2023 from 02:00pm Bid submission closing Dt. & Tine (online): upto 17/10/2023 up to 03:55 pm
For viewing Tender: **www.wbtenders. gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৩৭, তারিখঃ ০৯.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৫৭। কাজের বিবরণ ঃ** টিকিয়াপাড়া ও সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স-এ ১২ মাসের জন্য ফেডার্স লয়েড কর্পোরেশন লিমিটেড, অমিত ইঞ্জিনিয়ারিং, দৌলত রাম ইন্ডাস্ট্রিস, স্টেসালিট অ্যান্ড অ্যাম্বার নির্মিত এসি প্যাকেজ ইউনিটের সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮১,৪১,৫৮৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ১,৬২,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.১০.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(HWH-293/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpur Hat, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-08/2023-24, Date: 10.10.2023 & ii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-09/2023-24, Date: 10.10.2023. Fund: 15th FC (TIED) & OWN FUND** respectively. Bid Submission Start Date: **10.10.2023 from 02.00 PM** respectively. Last Date of Bid Submission: **17.10.2023 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **30.10.2023 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-, Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

Mogra-II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution of 11 nos. different development works vide **NIT No.: i) 661/M-II/2023, ii) 662/M-II/2023 & iii) 663/M-II/2023, Date: 05.10.2023. Tender ID: i) 2023_ZPHD_587063_1 to 6, ii) 2023_ZPHD_586972_1 to 3 & iii) 2023_ZPHD_586790_1 & iv) 2023_ZPHD_586339_1.** Last date of Bid Submission: **14.10.2023 at 03:00 PM.** For more details log on **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan,
Mogra-II Gram Panchayat

Office of the Salboni Panchayat Samity, Salboni, Paschim Medinipur
E-TENDER NOTICE
NIT No. 595/EO/Salboni PS/e-NIT 2023-24 Dated.- 10.10.2023 &1222/BDO/BDO/SALBONI/e NIT 2023-24 Dated: 10.10.2023
e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity for 13 Works under Salboni Panchayat Samity. For details please visit: **www.wbtenders.gov.in**
Bid Closing date: 02.11.2023 & Bid Closing Date: 06.11.2023
Sd/- Executive Officer, Salboni Panchayat Samity

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
Sealed tenders are invite for Eight numbers Electrical works **Vide NIT NO- UKM/Electrical/004/2023-24 Dt-10.10.2023.** Last date & time of receiving application: **17.10.2023 upto 2-30 P.M.** Last date & time for submission of bid documents: **11.11.2023 upto 1-00P.M.** For Details:-**www.uttarparamunicipality.in**
Sd/-
Chairman
UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No-WBBDR/P-1/096/1036/EO/2022-23 Dated-05/10/2023.
Tender ID: 2023_ZPHD_586050_1 to 16 has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at difference place at Jahannagr G.P under Purbasthali-I P.S.
2. Tender Reference No-P-1/092/1011/ EO/2022-23, Tender ID: 2023_ZPHD 579811 8.9.10.11.12.13 Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Samudragarh G.P under Purbasthali-I P.S.
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

Rajhat Gram Panchayat
Bhatua, Rajhat, Bandel, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 22 nos. different development work vide **e-NIT No: 266, Date: 06.10.2023.** Last Date of Bid Submission: On or before **11.10.2023 up to 03:00 PM.** Bid Opening Date: **13.10.2023 at 03:30 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rajhat Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ৪৩৬১-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-৩৮-২০২৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ/গার্ডেনরীচ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারটি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে টেন্ডারটি দুপুর ১২টায় বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** নারায়ণগড়-ভদ্রক ৩য় লাইনের প্রকল্পের জন্য বারহারওয়া/বাকুড়ি/তালঝরি/সাহেবগঞ্জ/পিনরগড়িয়া/রাজগ্রাম-এ ব্যালাস্ট খাদান-এ যেকোনও ধরনের রেলওয়ে ওয়াগন/হপার-এ করে ৫০ মিমি মেশিনে গুঁড়ো করা হার্ডস্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট প্রস্তুতি, সরবরাহ এবং বোঝাই করার কাজ (গন্তব্যে পৌঁছে পরিমাপ করা হবে)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫.৬৮ কোটি টাকা। **জামিন দরপ্রস্তাব ঃ** ৪,৩৪,০০০ টাকা এবং **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ৩১.১০.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** "সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps. gov.in** দেখতে পারেন।" **(PR-685)**

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: SSKS/PM/PWD/NIT-8/2023-24 AND GGHS/PM/PWD/NIT-9/2023-24 Dated:-10/10/2023** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 01.11.2023.**
Sd/- Executive Officer
Panihati Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
1st Call 1st Corrigendum
Memo No. 1193/PW/Eng/2023 dated 10.10.2023
It is notified that the intending Tenderer/Bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No. ET182/PW/Eng/2023 dated 19.09.2023 for Sl. No. 1. **1)** Closing date and time of download of Tender Documents (online) 17.10.2023 instead of 09.10.2023. **2)** Closing date and time of Bid Submission (Technical and Financial) 17.10.2023 instead of 09.10.2023. **3)** Date and time of Opening of Technical Proposal (Online) 01.11.2023 instead of 11.10.2023. **4)** Date of opening of Financial Proposal (online) will be notified later on. All other terms & conditions will remain same.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-51/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work Tender ID No. 2023_ADDA_590173_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-52/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work Tender ID No. 2023_ADDA_590227_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/022(e)/2023-24 dt.10.10.2023
1.Upgradation of Baidikpara Lane with Udyanpally Road from the Jn. Of Kotrung Ghosh Para Lane up to Kotrung Dharmatala Lane and Prafullya Chanki Road from Concrete Road to Mastick Asphalt in ward no. 1. **2.**Upgradation of Prafullaya Chaki Road from Concrete pavement to Mastick Asphalt in ward no 1. **3.** Upgradation of damage from Concrete Road to Mastick Asphalt at Dharmatala lane offshoot near Tarun Sangha Play Ground in ward no 2. **4.** Upgradation of damaged from Concrete Road to Mastick Asphalt at B.M. Saha road and Vivekananda Sarani from the h/o Nikhil Mukherjee upto the Konnagar Border in ward no 3 & 4. **5.**Restoration of Rigid pavement and Flexible Pavement by Mastick Asphalt at Sambhu Dasgupta Sarani offshoot in Ward no 8 & 9. **6.** C.C. Road and Drain at Nilmoni some Street offshoot and Panpara Lane offshoot in ward no -09. **7.** Concrete Pavement at Rajmohan Road offshoot near the h/o Dr. Debidas Chatterjee in ward no -15. **8.** Renovation of Rigid pavement with mastick asphalt at T.N. Mukherjee Road offshoot near Bindheswari Colony, Bindheswari school, area in ward no 20 & 22.
Bid Submission Closing Date -**31.10.2023.** For Details: - **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

ইংল্যান্ডের সামনে দাঁড়াতেই পারল না বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড় রানের পেছনে ছুটতে গিয়ে আরও একবার ভেঙে পড়ল বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং। ডেভিড ম্যালানের সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের করা ৯ উইকেটে ৩৬৪ রানের জবাবে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে গেছে ২২৭ রানে। তাতে ধর্মশালায় বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই বাংলাদেশ হারল ১৩৭ রানের বিশাল ব্যবধানে।

লিটন সর্বোচ্চ ৭৬ ও মুশফিকুর রহিম ৫১ রান করলেও ইংল্যান্ডের রানের পাহাড় টপকাতে যথেষ্ট হয়নি সেটি। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন রিচ টপলি। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও ৩ উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁহাতি পেসার।

লক্ষ্যটা যখন ওভারপ্রতি ৭.২০ রানের, তখন প্রতি ওভারে একটি করে বাউন্ডারি মারার চেষ্টা করতেই হবে। লিটন দাসও সে মানসিকতা নিয়েই ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন। ক্রিস ওকসের করা ইনিংসের প্রথম ওভারেই লিটনের ব্যাট থেকে আসে হ্যাটট্রিক বাউন্ডারি।

তবে বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডারের ভঙ্গুর চেহারা সামনে চলে আসে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই। সহ-অধিনায়ক মঈন আলীর জায়গায় দলে আসা টপলি দ্বিতীয় ওভারেই ফেরান ওপেনার তানজিদ হাসান ও নাজমুল হোসেনকে।

দুটি বলেই ছিল আউট সুইং। তানজিদ স্লিপে জনি বেয়ারস্টোর হাতে ক্যাচ দেন। পরের বলে স্কয়ার ড্রাইভ করতে গিয়ে লিয়াম লিভিংস্টোনের হাতে ধরা পড়েন নাজমুল। তানজিদ ১ রান করলেও নাজমুল কোনো রান না করেই বিদায় নেন। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে টপলির বলেই বোল্ড সাকিব আল হাসান। ভালো লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলটি বাটলারের গ্লাভসে যাওয়ার আগে স্টাম্পের বেল ছুঁয়ে যায়। ৯ বল খেলে ১ রানে থামে বাংলাদেশ অধিনায়কের ইনিংস।

তবে বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডারের ভঙ্গুর চেহারা সামনে চলে আসে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই। সহ-অধিনায়ক মঈন আলীর জায়গায় দলে আসা টপলি দ্বিতীয় ওভারেই ফেরান ওপেনার তানজিদ হাসান ও নাজমুল হোসেনকে। দুটি বলেই ছিল আউট সুইং। তানজিদ স্লিপে জনি বেয়ারস্টোর হাতে ক্যাচ দেন। পরের বলে স্কয়ার ড্রাইভ করতে গিয়ে লিয়াম লিভিংস্টোনের হাতে ধরা পড়েন নাজমুল। তানজিদ ১ রান করলেও নাজমুল কোনো রান না করেই বিদায় নেন। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে টপলির বলেই বোল্ড সাকিব আল হাসান। ভালো লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলটি বাটলারের গ্লাভসে যাওয়ার আগে স্টাম্পের বেল ছুঁয়ে যায়। ৯ বল খেলে ১ রানে থামে বাংলাদেশ অধিনায়কের ইনিংস।

নিশ্চিত হারতে থাকা ম্যাচে ফিফটি করে ছন্দে ফেরার আভাস দিয়েছেন লিটন। প্রথম ওভারের দারুণ শুরুটা তিনি ধরে রেখেছেন ২১তম ওভার পর্যন্ত। মুশফিকুর রহিমের সঙ্গে গড়েন ৭৫ বলে ৭২ রানের জুটি। ওকসের বলে আউট হওয়ার আগে ৬৬ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলেছেন লিটন, ৭টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ১১৫ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে।

ফিফটি করে আউট হয়ে যান মুশফিকও। ৩১তম ওভারে টপলির চতুর্থ শিকার হয়ে ফেরার আগে ৬৪ বলে ৫১ রান করেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। সাতে নামা তাওহিদ হৃদয়ের ৬১ বলে ৩৯ রান দলের হারটাকে শুধু প্রলম্বিতই করতে পেরেছে।

ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের সময় উল্টো চিত্রই দেখা গেছে। ওয়ানডে ম্যাচে বড় রান করার ফর্মুলা কেমন হওয়া উচিত, তা দেখিয়েছেন ইংলিশ টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা। জনি বেয়ারস্টো ও ডেভিড ম্যালানের উদ্বোধনী জুটিতেই ১১৫ রান পেয়ে যায় ইংল্যান্ড।

বেয়ারস্টো সেরা ফর্মে না থাকলেও তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫৯ বলে ৫২ রানের ইনিংস।

দারুণ ছন্দে ছিলেন ম্যালান। ৯১ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন এই বাঁহাতি। ওয়ানডেতে এটি তাঁর ষষ্ঠ সেঞ্চুরি, এ বছরে চতুর্থ। শেখ মেহেদীর বলে স্লগ সুইপ খেলতে গিয়ে বোল্ড হওয়ার আগের ১৬ বলে আরও ৪০ রান যোগ করেন এই বাঁহাতি। ১০৭ বল খেলে ১৪০ রান করেন ম্যালান, ১৬টি চার ও ৬টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে।

তিনে নামা জো রুটও বড় ইনিংস খেলেছেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৬৮ বলে ৮১ রান, ৮টি চার ও ১টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। দুজনের ১৫১ রানের জুটি ভাঙার পর প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি ইংলিশদের ইনিংস। শরীফুল ইসলাম ও শেখ মেহেদী হাসানের ডেথ ওভারের বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের ঝোড়ো গতি কমে আসে ভালোভাবেই।

ইংল্যান্ডের শেষ ৮ উইকেট পড়েছে মাত্র ৯৬ রানে। শেষ ১০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে তারা তুলতে পেরেছে ৬৬ রান। অথচ এর আগের ১০ ওভারেও তারা তুলেছিল ১১০ রান। ৩০৭/৩ থেকে ৩৬২/৯;ধসটা বোঝাতে এটুকু বলাই যথেষ্ট। তবে এরপরও বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৬৫ রান, যার অনেক আগেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস।

বাংলাদেশের হয়ে ৮ ওভারে ৭১ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন শেখ মেহেদী। শরীফুল ১০ ওভারে ৭৫ রানে নেন ৩ উইকেট। ডেথ ওভারে এই দুজনের বোলিং বাদ দিলে আজ বাংলাদেশ দলের বোলিংটাও ছিল নির্বিষ। এমন ব্যাটিং আর বোলিং করে আর যা,ই হোক

নায়ক রিজওয়ান, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জিতল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কার দুই শতরানের জবাব জোড়া শতরানেই দিল পাকিস্তান। তাতেই ৩৪৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিলেন বাবর আজমেরা। কার্যত এক পায়ে ব্যাট করে জেতালেন মহম্মদ রিজওয়ান। চাপের মুখে খারাপ ফিল্ডিংয়ের মাশুল দিয়ে হারতে হল দাসুন শনাকার দলকে। শ্রীলঙ্কার ৯ উইকেটে ৩৪৪ রানের জবাবে পাকিস্তান করল ৪৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৩৫৪ রান।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক। শনাকাকে হতাশ করেননি দলের ব্যাটারেরা। হায়দরাবাদের ২২ গজে পাকিস্তানের সামনে জয়ের জন্য ৩৪৫ রানের লক্ষ্য রাখে শ্রীলঙ্কা। দ্বীপ রাষ্ট্রের দুই ব্যাটার শতরান করলেন। ওপেনার কুশল পেরেরা (শূন্য) ব্যর্থ হলেও প্রভাব পড়ল না শ্রীলঙ্কার ইনিংসে। অন্য ওপেনার পাথুম নিশঙ্কা করেন ৬১ বলে ৫১ রান। ৭টি চার এবং ১টি ছয় মারেন তিনি। তবে শ্রীলঙ্কার ইনিংসের মূল কান্ডারি তিন নম্বরে নামা কুশল মেন্ডিস এবং চার নম্বরে নামা সাদিরা সমরবিক্রম। দু'জনেই শতরান করলেন তাঁদের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে উঠল ১১১ রান। মেন্ডিস করলেন ৭৭ বলে ১২২ রান। মারলেন ১৪টি চার এবং ৬টি ছয়। সমরবিক্রমের ব্যাট থেকে এল ৮৯ বলে ১০৮ রানের ইনিংস। ১১টি চার এবং ২টি ছয় দিয়ে সাজালেন নিজের ইনিংসটি। ধনঞ্জয় ডিসিলভা করলেন ২৫। শ্রীলঙ্কার আরও কোনও ব্যাটার বলার মতো রান করতে না পারলেও লড়াই করার মতো রান তুলতে অসুবিধা হয়নি। মেন্ডিস সাজঘরে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে

হয়। ফলে তিনি উইকেট রক্ষা করতে পারেননি। সরমবিক্রমকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হয় ৯ উইকেটে ৩৪৪ রানে।

হায়দরাবাদের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে পাকিস্তানের বোলারেরা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তার মধ্যেই ৭১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন হাসান আলি। ৬৪ রানে ২ উইকেট হ্যারিস রউফের। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন শাহিন আফ্রিদি, মহম্মদ নওয়াজ এবং শাদাব খান।

জবাবে শুরুটা ভাল হয়নি পাকিস্তানের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও ব্যর্থ হলেন ওপেনার ইমাম উল হক (১২) এবং অধিনায়ক বাবর (১০)। পাকিস্তানের হয়ে জবাব দিল আর এক ওপেনার আবদুল্লা শফিক এবং রিজওয়ানের ব্যাট। এ দিন বিশ্বকাপে অভিষেক হল আবদুল্লার। সেই ম্যাচেই পাকিস্তান ৩৭ রানে ২ উইকেট হারানোয় চাপের মুখে পড়তে হয়। সেই চাপ সামলে তরুণ ব্যাটার এক দিনের ক্রিকেটে প্রথম শতরান তুলে নিলেন। মাথা ঠান্ডা রেখে ১০৩ বলে ১১৩ রানের অনবদ্য ইনিংস খেললেন। মারলেন ১০টি চার এবং ৩টি ছক্কা। শুধু তাই নয়, তৃতীয় উইকেটে রিজওয়ানের সঙ্গে ১৭৬ রানের জুটি তৈরি করে দলের জয়ের সম্ভাবনাও তৈরি করে দিলেন। অভিজ্ঞ রিজওয়ান শেষ পর্যন্ত ২২ গজে থেকে দলের জয় এনে দিলেন। মেন্ডিসের মতো তাঁরও ব্যাট করার সময় পেশিতে টান ধরে এ দিন। যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় তাঁকে। সেই কষ্ট উপেক্ষা করেই জয় এনে দিলেন রিজওয়ান। কার্যত এক পায়ে খেলে তিনি শেষ পর্যন্ত করলেন অপরাজিত ১৩১ রান। খেললেন ১২১ বল। মারলেন ৮টি চার এবং ৩টি ছয়।

সাউদ শাকিলের ৩১ রানের ছোট ইনিংসও পাকিস্তানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শেষ দিকে রিজওয়ানকে সঙ্গ দিলেন ইফতিকার আহমেদ।

গ্রাহাম গুচকে টপকে ওডিআই বিশ্বকাপের রেকর্ডবুকে জো রুট

ধরমশালা: বিশ্বকাপের মঞ্চে ছাপ রাখতে কে না চায়। তা কারও বিশ্বকাপ অভিষেক হোক বা কারও তৃতীয় বিশ্বকাপই হোক। রেকর্ড গড়া-ভাঙার কাজ করলে ফুরফুরে থাকেন ক্রিকেটাররা। কেরিয়ারের তৃতীয় ওডিআই বিশ্বকাপ খেলছেন জো রুট। ইংল্যান্ডের হয়ে নতুন ইতিহাস লিখলেন তিনি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে থ্রি লায়ন্সদের হয়ে এতদিন সর্বাধিক রান ছিল প্রাক্তন তারকা গ্রাহাম গুচের দখলে। এ বার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন জো রুট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নয়নাভিরাম ধরমশালা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে রুট ভেঙে দিয়েছেন ইংলিশ কিংবদন্তি গ্রাহাম গুচের রেকর্ড। সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮২ রানের দুরন্ত ইনিংস উপহার দিয়েছেন রুট।

ধরমশালায় টস জিতে প্রথমে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান। এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জো রুট তিন নম্বরে নেমেছিলেন। ৬৮ বলে ৮২ রান করেন জো রুট। মেরেছেন ৮টি চার ও ১টি ছয়। কেরিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলতে নেমে জো রুট ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটার হয়েছেন। ইংলিশ কিংবদন্তি গ্রাহাম গুচ এর আগে ওডিআই বিশ্বকাপের ২১টি ম্যাচে ৮৯৭ রান করেছিলেন। গ্রাহাম গুচের থেকে ২টি কম ম্যাচ খেলে তাঁকে টপকে গেলেন জো রুট। আজ ওডিআই বিশ্বকাপের ১৯তম ম্যাচ খেলছেন রুট। এই তালিকার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে অষ্টম বার ওডিআই বিশ্বকাপে হাফসেঞ্চুরির বেশি রান করলেন রুট। সবমিলিয়ে ওডিআই বিশ্বকাপে ৯১৭ রান করলেন রুট। ইংল্যান্ডের হয়ে ওডিআই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটারদের তালিকায় একে রুট, দুইয়ে গ্রাহাম গুচ। তিন নম্বরে রয়েছেন কিংবদন্তি ইয়ান বেল (২১টি ম্যাচে ৭১৮ রান)। চার নম্বরে রয়েছেন থ্রি লায়ন্সের কিংবদন্তি অ্যালান ল্যাম্ব (১৯টি ম্যাচে ৬৫৬ রান।) উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিং করে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৬৪ রান তুলেছে ইংল্যান্ড। তাতে রয়েছে ডেভিড মালানের দুর্ধষ ১৪০ রান, রুটের ৮২ এবং জনি বেয়ারস্টোর ৫২ রান।

'আর আমার প্রয়োজন পড়বে না', বিশ্বকাপের আগে রাহুল-রোহিতকে বলে দিয়েছিলেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অক্ষর প্যাটেলের চোট ভারতীয় দলের দরজা খুলে দেয় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্য। বিশ্বকাপে শেষ মুহূর্তে দলে ঢুকে পড়েন তারকা অফ স্পিনার। অজিদের বিরুদ্ধে ভালো বোলিং করেন অশ্বিন। সেই অশ্বিন রাহুল দ্রাবিড় ও রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ফাঁস করেছেন একটি স্পোর্টস চ্যানেলে।

স্মৃতিরোমন্থন করে অস্বিন বলছেন, দআমি বাড়িতে সময় কাটাচ্ছিলাম। কয়েকটি ক্লাব ম্যাচ খেলেছি। রোহিত আর রাহুল দ্রাবিড় আমাকে ফোন করে বলে, যদি দরকার পড়ে তাহলে তোমাকে আমাদের দরকার হবে। আমি মজা করে ওদের বলি আশা করি আমাকে আর দরকার পড়বে না।'

অশ্বিনের কথা শুনলে মনে হতেই পারে তিনি বিশ্বকাপে নামতেই চাননি। আসলে শ্রীলঙ্কায় অক্ষর প্যাটেল চোট পাওয়ার পরেই তাঁকে ডেকেছিলেন রাহুল দ্রাবিড় ও রোহিত শর্মা। কিন্তু সেই সময়ে অশ্বিন খেলার মধ্যে ছিলেন না। তাই তিনি রাহুল ও রোহিতকে অনুরোধ করেন ওয়াশিংটন সুন্দরকে দ্বীপরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হোক। তার পরেই ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করে।

অক্ষর প্যাটেল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেরে উঠতে না পারায় অশ্বিন দলে ঢুকে পড়েন। চেন্নাইয়ে ভারত প্রথম ম্যাচে হারায় অস্ট্রেলিয়াকে। সেই ম্যাচ ছিল অশ্বিনের ঘরের মাঠে। চেন্নাই সম্পর্কে অশ্বিন ম্যাচের শুরুতেই বলেছিলেন, তসবাইকে চেন্নাইতে স্বাগত। এটা আমার হোমটাউন। সকলের জন্য নিজের জন্মস্থান স্পেশাল হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই। আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরু এই শহর থেকে। এখানকার ক্রিকেট খেলার মাঠ, সবকিছুই আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।'

হোটেলের ওয়েটার, ১০০ দিনের কাজ থেকে এশিয়াডে পদক, রূপকথার আখ্যান রামবাবুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার এশিয়ান গেমসে একের পর এক রূপকথার কাহিনী রচিত হয়েছে। একাধিক অনামী-অখ্যাত তারকার উত্থানের সাক্ষী থেকেছে ভারত। সেই তালিকায় আছেন উত্তরপ্রদেশের রামবাবুও। রামবাবু যেন এক রূপকথার উপাখ্যান! হোটেলের ওয়েটার থেকে একেবারে সোজা অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাকে পৌঁছে এক রূপকথার কাহিনী লিখেছেন তিনি। এশিয়ান গেমসের ৩৫ কিলোমিটার মিক্সড রেস ওয়াকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

২৪ বছরের রামবাবু এখন রিয়েল লাইফ হিরো। তাঁর গল্পের গোটাটাই দাঁত চাপা লড়াই, হার না মানা জেদ এবং অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের লড়াই। নিজের স্বপ্নকে বাস্তব করতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন তিনি। কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও তিনি হারাননি তাঁর আত্মবিশ্বাস। স্বপ্নকে ছুঁতে করেছেন দিনরাত পরিশ্রম। যার ফলাফল তিনি পেতেও শুরু করেছেন বাস্তবে।করোনার সময়ে সবথেকে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন রাম বাবু। প্রতিদিন বেঁচে থাকার কঠোর লড়াই চালানোর পাশাপাশি ছাড়েননি নিজের অনুশীলনও।

নিজের জীবন এবং জীবিকার জন্য তিনি বাধ্য হন ওয়েটারের কাজ নিতে। তবে ওয়েটারের কাজ করার আগে তিনি মাটি খোঁড়ার কাজ করেছেন। তবে এতকিছুর মধ্যেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি তিনি। একাগ্র চিত্তে চালিয়ে গিয়েছেন তাঁর স্বপ্নকে সফল করার লড়াই। ১০০ দিনের কাজের পাশাপাশি চালিয়েছেন তাঁর অ্যাথলিট হয়ে ওঠার লড়াই।

আর দিনের শেষে যেন ছিনিয়ে নিয়েছেন সাফল্য। সত্যি করেছেন তাঁর স্বপ্নকে। ওয়েটার থেকে অ্যাথলিট হয়ে ওঠার রূপকথার কাহিনীকে বাস্তবের রুপ দিয়েছেন তিনি।

ভারত-পাক ম্যাচে থাকবে ১১ হাজার নিরাপত্তারক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৪ অক্টোবরের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে ঘিরে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা। মাঠের খেলা নিয়ে নানা আলোচনা তো আছেই, বাইরের পরিবেশও উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক আগে 'হিন্দুবিরোধী ও ভারতবিদ্বেষী' মন্তব্যের অভিযোগের রেশ ধরে রোষের মুখ ভারত ছাড়তে হয়েছে পাকিস্তানি এক নারী সঞ্চালককে।

এমনকি পাকিস্তানি সমর্থক ও সাংবাদিকেরাও এখনো ভারতে যাওয়ার ভিসা পাননি। এমনকি আহমেদাবাদ স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও পেয়েছে মুম্বাই পুলিশ। সব মিলিয়ে ম্যাচের আগে সামনের কয়েক দিনে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এমন অবস্থায় যেকোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে ভারতের প্রশাসন। জানা গেছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সামনে রেখে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল গান্ধীনগরে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হার্ষ সানঘাভি, ডিজিপি বিকাস সাহাই, পুলিশ কমিশনার জিএস মালিক এবং অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এরপর এক সংবাদ সম্মেলনে জিএস মালিক জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তাব্যবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সবকিছু ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোনো দ্বিধা ছাড়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। মালিক বলেছেন, 'সাত হাজার পুলিশের সঙ্গে আমরা আরও চার হাজার নিরাপত্তারক্ষীকে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা রক্ষা ও সাম্প্রদায়িকভাবে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োগ দেব।

এই নিরাপত্তাকর্মীদের বাইরে এনএসজির তিনটি 'হিট টিম' এবং একটি 'অ্যান্টি ড্রোন টিম' নিয়োগ দেব। এ ছাড়া বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণের জন্য আরও ৯টি দলকে আমরা কাজে লাগাব।' অবশ্য এটুকুই শুধু নয়, ম্যাচের দিন আইজি, ডিআইজিসহ চারজন সিনিয়র আইপিএস অফিসার এবং ২১ জন ডিসিপি র্যাঙ্কের অফিসার সবকিছু তদারকি করবেন এবং নিরাপত্তারক্ষীদের যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। এসবের বাইরে নিরাপত্তারক্ষায় আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন মালিক।

এদিকে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মুম্বাই পুলিশ সম্প্রতি অজ্ঞাত এক প্রেরকের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আঘাত করার হুমকিসহ একটি মেইল পেয়েছে। যেখানে আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামকে উড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যারা মেইলটি পাঠিয়েছে, তারা ৫০০ কোটি রুপির পাশাপাশি শীর্ষ সন্ত্রাসী লরেন্স বিষ্ণয়ের মুক্তিও দাবি করেছে। জিএস মালিক এসব হুমকি যাচাই-বাছাইয়ের পাশাপাশি যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন।

বিশ্বকাপের শুরুতেই সাফল্য ধরা দিলেও রাহুলের মুখে সেই কঠিন সময়ের কথা

চেন্নাই: বর্তমানে তাঁকে নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। বিরাট কোহলির সঙ্গে জুটি বেঁধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ভারতকে জয় এনে দিয়েছেন তিনি। এই তিনি আর কেউ নন, কেএল রাহুল। অসময়ে দলের হাল ধরে চর্চায় উঠে এসেছেন এই উইকেট কিপার ব্যাটার। তাঁকে নিয়ে এখন এত আলোচনা হলেও, একসময় সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। এখনও সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে কষ্ট পান তিনি।

চলতি বছরের আইপিএলের সময় চোট পেয়েছিলেন। তারপর ২২ গজ থেকে দূরে ছিলেন রাহুল। গত মাসে এশিয়া কাপের সময় কামব্যাক করেন টিমে। চলতি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচে কোহলির সঙ্গে রাহুলের জুটিই টিমকে জিতিয়েছে। এরপর প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন তিনি। কিন্তু এক সময় ভাগ্য ও সময় কোনও টাই সঙ্গ দেয়নি তাঁর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, একটা সময় ছিল যখন তিনি ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। রাহুলের কথায়, 'একটা সময় আমাকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। সব পরিস্থিতিতে আমার পারফরম্যান্স নিয়ে লোকজন মন্তব্য করত। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন আমার সঙ্গে এমনটা হচ্ছে। কারণ আমার পারফরম্যান্স ততটাও খারাপ ছিল

না, যে এত সমালোচনা হবে। ওই দিন গুলি খুব কষ্ট দিত। এশিয়া কাপেও প্রথমে ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি রাহুলের। চোটের কারণে টুর্নামেন্টের প্রথম দুই ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তৃতীয় ম্যাচ থেকে ফেরেন। ভারতের হয়ে ভালোই লড়াই করেছিলেন।

দলের বাইরে থাকার সময়টা এখনও ভাবায় তাঁকে। রাহুলের কথায়, 'যখন বুঝতে পারছিলাম যে এখন খেলতে পারব না, বিশ্বকাপেও অংশ নিতে পারব কি না নিশ্চিত ছিল না, তখন একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি।' বিশ্বকাপের মঞ্চে সব সমালোচনা, সব খামতির জবাব দিয়েছেন রাহুল। দলের 'ক্রাইসিস ম্যান' হয়ে প্রথম ম্যাচেই জয় এনে দিয়েছেন তিনি। ভারতের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯৭ রান করে অপারিজত থাকেন তিনি। ভারতের বোলিং কোচ পারশ মামব্রেও ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পর কেএল রাহুলের প্রশংসা করতে ভোলেননি। তাঁর কথায়, 'আমরা সব সময় জানতাম যে রাহুল একজন উজ্জ্বল ব্যাটার, বিশেষ করে মাঝের ওভারে। আমাদের এমন একজন প্লেয়ারের দরকার ছিল যে ভালো স্পিন খেলতে পারে। ও এই জায়গাটা মজবুত করে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**